ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■7 October 2022 ■আগরতলা ৭ অক্টোবর, ২০২২ ইং ■২০ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আবার এসো মা

আগরতলায় দশমীঘাটে দেবী দুর্গার বিসর্জন। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বৃষ্টি ভিলেন, পূজায় ছন্দপতন

মায়ের গমন কার্নিভ্যালে আজ মাতবে আগরতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। এবারে শারদোৎসবে ভিলেন হল বৃষ্টি। সপ্তমীর বিকাল থেকে শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি। আনন্দে ভাটার টান লক্ষ করা গিয়েছে। অষ্টমী, নবমী এবং দশমী রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরে সপ্তমী ও নবমীর রাতে লাগাতর বৃষ্টি হয়েছে। দশমীর রাতে রাজধানীতে জনঢল নামে। তবে অষ্টমীর সন্ধ্যায় শহর আগরতলায় কিছু সময়ের জন্য জনঢল নামলেও রাত বাড়ার সাথে সাথে বৃষ্টিও নামে। মোটের উপর এবছর রাজ্যে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ভিলেন ছিল বৃষ্টি।

এদিকে, বুধবার দশমীর দিনে ছোট পরিসরের পুজা প্যান্ডেলগুলির প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গিয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের বিগ বাজেটের প্রতিমা আগামীকাল বিসর্জন হবে।

মহা ধুমধামের সাথে মায়ের গমন কার্নিভ্যালের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা সরকার। আগামীকাল রাজধানী আগরতলায় প্রায় পঞ্চাশের অধিক ক্লাব ওই কার্নিভ্যালে অংশ নেবে। আজ তার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় তথ্য, সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে মায়ের গমন কার্নিভ্যাল। ওইদিন বিকাল ৫ টা থেকে শুরু হবে কার্নিভ্যাল। কার্নিভ্যালের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। উপস্থিত থাকবেন উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

বৃহস্পতিবার কার্নিভ্যাল মায়ের গমনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সিটি সেন্টারের সামনে কার্নিভ্যালের মূল মঞ্চ করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পুজো উদ্যোক্তারা পোষ্ট অফিস চৌমুহনী হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনী হয়ে সিটি সেন্টারের সামনে দিয়ে কার্নিভ্যালে অংশ নেবে। এদিনের প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখার সময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, সদরের এসডিপিও অজয় কুমার দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, মায়ের গমন ২০২২-কে স্মরণীয় করে রাখতে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক কর্তাদের সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগরতলা শহর ও শহরতলীর বিগ বাজেট, স্বল্প বাজেটের পুজো উদ্যোক্তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক জায়গায় দূর্ঘটনায় গাড়ি চালক সহ তিনজনের মৃত্যু, গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল গাড়ি চালকের। ঘটনা উদয়পুরের পেরাতিয়া এলাকায়। গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে তার নিজ বাড়ি চড়িলামের চেচুড়ী মাঈ এলাকায়। দশমীতে খালি হয়ে গেল এক অভাগা মায়ের বুক।

ঘটনা চড়িলামের চেচুড়ী মাঈ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বছর ৩৫ এর যুবক যাদব দত্ত। পেশায় গাড়ি চালক। মঙ্গলবার বিকেল বেলা একই এলাকার এক ব্যক্তি গরজি থেকে কাঠ আনার জন্য চালক হিসাবে নিয়ে যায় যাদব দত্তকে। বোলেরো গাড়ি করে কাঠ নিয়ে আসার সময় উদয়পুর চন্দ্রপুর থেকে একটু দূরে পেরাতিয়া এলাকায় সড়কে বোলেরো গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে যায়।

তখন চালক যাদব দত্ত গাড়ি থেকে নেমে বোলেরো গাড়ির চাকা লাগানোর সময় দুই যুবক দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে এসে ধাক্কা মারে যাদব দত্তকে। তখন যাদবের সঙ্গে যারা ছিল তারা নাকি পালিয়ে যায়। ঘন্টাখানেক রাস্তায় পড়ে থাকে যাদব দত্ত। পরে দমকল বাহিনী এসে আহত অবস্থায় যাদব দত্তকে উদয়পুর টেপানিয়া গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে যাদবের বাড়ির লোকজন ছুটে যায় হাসপাতালে। এক ঘন্টা যাবত কোন অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়নি। গভীর রাত হয়ে গিয়েছিল। এরপর কোনরকমে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি দিয়ে যাদব দত্তকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় বিশ্রামগঞ্জের কাছাকাছি আসতেই প্রাণ চলে যায় যাদব দত্তের।

এরপরেও প্রাণ আছে ভেবে নিয়ে যাওয়া হয় আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে। চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বুধবার ময়নাতদন্তের পর যাদব দত্তের মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় চেচুড়ি মাই নিজ বাড়িতে। যাদবের মা এবং স্ত্রীর বুকফাটা আর্তনাদে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ অক্টোবর।। চিকিৎসায় গাফিলতিতে দেড় মাসের শিশু কন্যার মৃত্যুর অভিযোগ উঠলো বিলোনিয়া হাসপাতালে। নেমে আসে শোকের ছায়া।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার রাত থেকে উত্তর সোনাইছড়ির শিবু দাসের শিশুকন্যা চম্পা দাস শারীরিক সম্যসায় ভোগছিলো। বুধবার সন্ধ্যায় চম্পাকে চিকিৎসার জন্য বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। যথারিতি চিকিৎসাও শুরু হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূজা দেখতে বেরিয়ে আক্রান্ত গোটা পরিবার, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। দশমীর রাতে পুজো দেখতে এসে আক্রান্ত এক পরিবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর রাতে পথ অবরোধ থেকে শুরু করে লঙ্কা কান্ড সংগঠিত হয়।

ঘটনা বুধবার রাত তিনটে নাগাদ বিশালগড় থানার অন্তর্গত অফিসটিলা কালীবাড়ি স্থিত গ্রীন এরো ক্লাবের সামনে। জানা যায় বুধবার রাতে পুজো দেখার জন্য বেরিয়েছিল মুরাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রাজিব দেব সহ তার পরিবারের লোকেরা। অভিযোগ এদিন রাতে পূজার দেখার জন্য বিশালগড় অফিসটিলা স্থিত গ্রীন এরো ক্লাবের সামনে আসতেই

বিশালগড়

তাদের গাড়ি সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে গ্রীন এরো ক্লাবের সদস্য জয় সাহা, সোনাই পাটিয়াল সহ গ্রীন এরো ক্লাবের একদল যুবক প্রথমে রাজীব দেবকে মারধর করে।

তারপর আক্রান্ত রাজীব দেবের পরিবারের লোকেরা এগিয়ে আসলে জয়, সোনাই সহ একদল দুর্বৃত্ত মীনাক্ষী সাহা দেব, সন্দীপ সাহা, প্রতিমা সাহা, রশুতোশ দেব -কেও মারধর করে। তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ১২ বছরের শিশু রিতেশ দেব। তাকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। এর ফলে গুরুতর ভাবে আহত হয় মীনাক্ষী সাহা দেব সহ গাড়িতে থাকা প্রত্যেকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত ৩টে নাগাদ লঙ্কাকান্ড বেধে যায় গ্রিন এরো ক্লাবের সামনে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরির দাবীতে উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এসটিজিটি'র এসটি ক্যাটাগরীর প্রত্যাশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ২০২২ সালে এস টি-দের ব্যাকলগ পোষ্ট গুলি পূরণ করা, এস টি জি টি-তে এস টি ক্যাটাগরিতে ব্যাকলগ পোষ্ট পূরণ করার দাবীতে বৃহস্পতিবার এস টি জি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা উপ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি জানান।

এদিন উপ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন এস টি জি টি উত্তীর্ণ এস টি ক্যাটাগরির পরীক্ষার্থীরা। সাক্ষাৎ শেষে বেড়িয়ে তারা জানান উপ মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন এই ব্যাকলগ পূরণ করা হবে। এছাড়াও এই দাবীতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন তারা। এদিন দ্বিতীয় বারের জন্য উপ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। সমস্ত স্থানে সদর্থক উত্তর পেয়েছেন বলে জানান। কিন্তু শীঘ্রই এই দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দেন তারা। তাদের বক্তব্য ২০১৭ সালে প্রথম বার ১৪৩০ টি পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়। উত্তীর্ণ হয় মাত্র ৫৭ জন। ২০১৭ সালে দ্বিতীয়বার ১৩৮৪ টি পোষ্ট ক্রিয়েট করার পর উত্তীর্ণ হয় মাত্র ৭৩ জন। ২০১৯ সালে ১৮৪ টি ক্রিয়েট পোষ্টের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ৪৩ জন। শেষবার ২০২২ সালে ১৭২ টি পোষ্ট ক্রিয়েট করা হলে তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুপুরে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। মধুপুর কোনাবন নেশা মুক্তি কেন্দ্রে নেশা মুক্ত করার নামে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। মধুপুর কোনাবন হামকড়ুই নাইকেল বদল নামে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করে মেরে ফেলার অভিযোগ করলেন বিশ্রামগঞ্জ ননজলা এলাকায় গফুর মিয়া ও তার পরিবার।

ঘটনার বিবরণ জানা যায়, বিশ্রামগঞ্জ ননজলা এলাকার গফুর মিয়ার ছেলে ইসমাইল মিয়া প্রতিনিয়ত নেশা সেবন করে যাচ্ছে। এ নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে গফুর মিয়া ছেলেকে মধুপুর কোনাবন নেশা মুক্তি কেন্দ্র ২৫ সেপ্টেম্বর দিয়ে আসেন। চুক্তি হলো প্রত্যেক মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে প্রদান করবেন। হঠাৎ করে বৃহস্পতিবার ভোররাতে তাদের কাছে ফোন আসে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে ইসমাইল মিয়া বাথরুমে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

পরিবারের লোক যেন এসে তাকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখায়। সে মোতাবেক পরিবারের লোকজন গিয়ে দেখতে পায় ইসমাইল মিয়া মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে। পরিবারের লোক জিজ্ঞেস করলে তারা বলে সে নেশা করতে না পারায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

পরিবারের লোকজন রাতে কোন কিছু বুঝতে না পেরে মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে এসে দেখতে পায় ইসমাইল মিঞার গোপনাঙ্গে আঘাত রয়েছে এবং তার একটি পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা ও এলাকাবাসী মিলিতভাবে ইসমাইল মিয়ার মৃতদেহ নিয়ে সোজা চলে আসে পুনরায় নেশা মুক্তি কেন্দ্রে। পাশাপাশি মধুপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে চোরের সর্দার সহ গ্রেপ্তার তিন, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ অক্টোবর।। চোরের সর্দার সহ দুই বাংলাদেশি চোরকে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় গ্রেফতার করল কলমচৌড়া থানার পুলিশ। সম্প্রতি গ্রাম থেকে শহর রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে চুরির ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। চুরির ঘটনা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কলমচৌড়া থানাধীন বক্সনগরের বিভিন্ন এলাকায়। পুলিশ এবং এলাকার জনগনের পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন কোন না কোন স্থানে চুরির ঘটনা ঘটছে। বুধবার ভোর রাত আনুমানিক ৪টা নাগাদ চোরের সর্দার সহ দুই বাংলাদেশীকে আটক করে কলমচৌড়া থানার পুলিশ।

ঘটনা কলমচৌড়া থানাধীন কলসীমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনদোলা এলাকায়। জানা যায়, কলসীমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রতনদোলা এলাকার স্বপন সাহা পেশায় একজন ফল ব্যবসায়ী ও ফেরি বিক্রেতা। তিনি বুধবার ভোররাত আনুমানিক ৪টা টায় ফল মজুত রাখা ভাড়া করা বিল্ডিংএ ফল বের করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন ঘরের দরজা ভাঙ্গা। ঘরের বাইরে রাস্তার মধ্যে গ্যাসের চুল্লি, সিলভারের বড় গামলা, কড়াই প্রভৃতি দেখতে পেয়ে মালিক স্বপন দাসের সন্দেহ হয় কোন চুরির ঘটনা ঘটেছে। তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করতেই মোহাম্মদ সোহেল এবং হেলাল মিয়া নামে দুই চোর স্বপন দাসকে হামলা করে। চোর এবং মালিক স্বপন দাস এর মধ্যে অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে।

স্বপন দাস চিৎকার করতে চাইলে দুই চোর নাকে মুখে চাপা দিয়ে টানা হেচরা করে ঘর থেকে বের করে পাশে থাকা শৌচালয়ের গর্তে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। এরইমধ্যে স্বপন দাস চিৎকার করতে থাকলে স্বপন দাসকে ফেলে দুজন চোর পালিয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ এই ঘটনার খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে স্বপন দাসের ভাড়াটিয়া বাড়িতে। তখন স্বপন দাসের কথা অনুযায়ী গ্রামবাসীরা চোর আটকের উদ্দেশ্যে ধাওয়া করেন। খবর দেওয়া হয় কলমচৌড়া থানার পুলিশকে। পুলিশ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় পুলিশ মোহাম্মদ সোহেল এবং হেলাল মিয়াকে স্থানীয় দিলীপ দাসের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় ফল ব্যবসায়ী স্বপন সাহা কলমচৌড়া থানায় স্থানীয় চোরের সর্দার দিলীপ দাস সহ দুই বাংলাদেশি চোরের বিরুদ্ধে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে একটি মামলা রুজু করেন এবং এলাকার শতাধিক মহিলা গ্রেপ্তার হওয়া তিন চোরের বিরুদ্ধে উপযুক্ত বিচারের আশায় ওসি বিষ্ণুপুদ ভৌমিকের নিকট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরেই গৃহবধূর ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। এয়ারপোর্ট থানাধীন তুফানিয়া লুঙ্গার জোমটিলা এলাকা থেকে এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মৃতদেহে উদ্ধার হয়। মৃত গৃহবধূর নাম পিংকি রায়, বয়স ৩৩ বছর।

জানা যায় পিংকি রায় রবিবার রাতে নিজ ঘরে দুই ছেলেকে সাথে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। স্বামী অরনজীত রায় বাড়ির পাশে রাতভর দুর্গাপূজাতে ছিলেন। সোমবার মৃতার ছোট ছেলে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় তাদের মা ঘরের অভ্যন্তরে ফাঁসিতে ঝুলছে। সাথে সাথে সে চিৎকার শুরু করে। তার চিৎকারে বাড়ির অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ০২ ▫ ৭ অক্টোবর ২০২২ ইং ▫ ২০ আশ্বিন ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বিষাদের সুর

জীবনে আনন্দের ভূমিকা যত, বিষণ্ণতারও ততটাই। উৎসব আমাদের এই সত্য আরও বেশি করিয়া মনে করিয়া দেয়। পুজোর মরসুমে এই এত আলো এত আকাশ যতটা উদ্দীপনা বয়ে আনে, ততটা বিষাদও। যতখানি স্ফূর্তি, দীর্ঘশ্বাস তাহার চাইতে কিছু কম নয়। পুজোর দিনগুলোতে চলে আনন্দ-ফুর্তির সঙ্গে বিষাদের অনুষঙ্গ বুনে-বুনে। আগমনির রোদের পাশেই যেন বোবা মূর্তির মতো ঠায় অপেক্ষায় বসিয়া থাকে আসন্ন বিদায়ের ছায়া। জমাটি আড্ডা, সদ্য প্রেম, আড়চোখে ঝাড়ি, রাতভর ঘোরাঘুরি- এই সমস্তই থাকে, পুজোর এসব ভরপুর উত্তেজনার মধ্যেও তেমনই মিশিয়া থাকে খেলা শেষের সুর।প্রতিবারের মতো, ফুরয় নবমী নিশি। উপস্থিত হয় বিদায়ের সেই ক্ষণ। বিসর্জন। ভাসান। যেন এরই প্রস্তুতি চলিয়াছিল আলো ঝলমলে এই ক'দিন ধরিয়া। পুজোর এত জাঁকজমক তখন মিথ্যা মনে হয়। বাঙালির রক্ষণশীলতার আগল বিশ-পঁচিশ বছর আগেও বোধহয় এতটা খোলেনি। স্বাধীনতার ফুরফুরে বাতাস মিশিয়া থাকিত দশমীর ওই ঘামে-চুপচুপে কয়েক ঘণ্টায়। কোনও কোনও সদ্য সম্পর্কও ষষ্ঠীর চোখাচুখি আর অষ্টমীর ঈষৎ স্পর্শ পেরিয়ে শেষ সন্ধের এই ফুরসতে পৌঁছে যাইতে চাইত পাকাপোক্ত প্রেমের ঠিকানায়।হুজ্জুতিও কি ছিল না? সকাল থেকে রসায়নের যাবতীয় গূঢ় রহস্যকে তরল রূপ দেওয়ার যে-অভিযান চলিয়াছে, তাহার ফল মিলিত হাতেনাতে। যে যতই বিপথগামী হইয়া পড়ুক না কেন, প্রতিমা ঠিকই ধীরে ধীরে এগিয়ে যাইত নিরঞ্জনের পথে। কারণ প্রতি পুজো কমিটিতেই দায়িত্ববান কিছু মানুষের অভাব ছিল না। সপরিবারে মা দুর্গাকে চাগিয়ে তোলার কৌশল তাহাদের নখদর্পণে। দড়ির টান আর ঠেকনায় সে প্রায় পদার্থবিদ্যার কঠিনতম প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা! বলবিদ্যা থেকে তড়িতের দিকে প্রশ্নপত্র ঘুরিয়া যাইত যখন ইলেকট্রিকের তারের তলা দিয়া নিয়া যাইত ম্যাটাডোর কি ভ্যান। কলকাতা শহরের বিসর্জন-সংস্কৃতি গত দু'-একদশকে বেশ খানিক বদলালেও মফস্‌সলে হয়তো এখনও ততটা ভোল পাল্টায়নি। তবু সময়ের সঙ্গে কিছু পরিবর্তন আসিবেই, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় কী? দুর্গাপুজোর যাবতীয় ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে বিসর্জনের শোভাযাত্রার প্রধানতম মৌলিক ফারাক মনে হয় পরিপ্রেক্ষিতের বদলে যাওয়া। এর আগে পর্যন্ত মানুষ চলমান থাকে, প্রতিমা স্থির। স্থিতি-গতির খেলাটা এবার ঘুরিয়া যায়। পথপার্শ্বে মানুষকে দাঁড় করাইয়া রখিয়া গতিশীল হইয়া পড়ে প্রতিমা। ক্ষণিক ও অন্তিম এই গতিশীলতাই যাবতীয় বিষাদের উৎস। যতই বলি, যেতে নাহি দিব; তবু চলিয়া যাওয়াই নিয়তি। আবার এসো মা। এই কামনাটুকুই তখন সম্বল। আসছে বছর আবার হবে। নিজেকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া আর অবশিষ্ট থাকে না কিছু। সিক্ত পোশাকে পাড়ায় ঢুকে ফাঁকা মণ্ডপ দেখে মনটা হু হু করে উঠবে, চোখের নীচে থমকে থাকবে অনেকখানি চোখের জল; তবু সোল্লাসে উচ্চারণ করে না-গেলে ধরা পড়ে যেতে হবে নিজের কাছেই। তাই তখনই কোলাকুলি, শুভেচ্ছা বিনিময়, মিষ্টিমুখ।জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই আজ মনে হয়, থাকার চেয়ে এই যাওয়াটাই বুঝি খাঁটি। অতি আনন্দে আতিশয্য থাকিতে পারে, অতি শোকে থাকতে পারে দেখানেপনা, অতি প্রেমে হয়তো মিশে যেতে পারে খানিক ভড়ং- কিন্তু হারিয়ে ফেলিবির যে নীরব বেদনা, বিচ্ছিন্নতার যে শব্দহীন গোঙানি, যাহা একান্ত ব্যক্তিগত, যা কেবল নিজেরই অন্তরে অনুরণিত হইয়া চলে, তাহাতে এতটুকু খাদের সম্ভাবনা নাই।দেবী দুর্গার বিসর্জনের মধ্যে ফিরে আসার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আছে ঠিকই, কিন্তু বিষণ্ণতার যে চাপা বায়ুস্তর সে আমাদের মনের ভেতরঘরে সাময়িক বিছিয়ে দিয়ে যায়, উৎসবের এত আড়ম্বরের উলটোদিকে তাকেই আজ সবচেয়ে পবিত্র বলে বোধ হয়। নির্ভেজাল, নিরাকাঙ্ক্ষা। বিষাদের এই উপস্থিতি-ই আমাদের ক্ষণস্থায়ী রূপকথাকে করে তোলে মায়াময়, চিরন্তন এক অপরূপকথা। বাৎসরিক ঘটনাবলি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তা তখন হয়ে ওঠে স্মৃতি। চলে গিয়াও যা আসিলে রয়ে যায়।

বিদ্যুৎ চুরি বন্ধের কথা বলে আপ সরকার নিজেই চুরি করছে: বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ কেলেঙ্কারির অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বলেছে, বিদ্যুত সংস্থাগুলি দিল্লিবাসীদের কাছ থেকে ৪৯ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। বিজেপির মুখপাত্র সৈয়দ জাফর ইসলাম সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিদ্যুত চুরি বন্ধ করার কথা বলতেন এবং এখন নিজেই চুরি করছেন? বিজেপি সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাফর ইসলাম বলেন, ২০১৩ সালে কেজরিওয়াল চিৎকার করে বলতেন যে ক্ষমতায় থাকা রিলায়েন্স এবং টাটার মালিকানাধীন বেসরকারি সংস্থাগুলি চোর, তারা ক্ষমতায় এলে পরিবর্তন করবে। কিন্তু এখন ক্ষমতায় থাকায় কেজরিওয়ালের কী কারণে চুরি বন্ধ না করে আজ তিনি নিজেই চুরি করছেন। বিজেপি মুখপাত্র বলেন, কেজরিওয়াল ২০১৬ সালের তার নিজের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করেছেন। সেই মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ছিল যে প্রতি বছর ডিসকমগুলি অডিট করা হবে যাতে কোনও কেলেঙ্কারি না হয়। কিন্তু অডিট করা হয়নি। জাফর ইসলাম কেজরিওয়ালের কয়েকটি লাইন পাঠ করার সময় বলেন, 'যতবার আমি আমার সুবিধার জন্য আমার রঙ পরিবর্তন করি, আমি ভোটের জন্য আমার বিশ্বাস পরিবর্তন করি। আমার নাম কেজরিওয়াল, আমি বিদ্যুতের বিল লুকানোর জন্য মিথ্যার চাদর পরেছি। একই সময়ে, বিজেপি দিল্লি রাজ্যের মুখপাত্র হরিশ খুরানা বলেন, যখন আপ-এর সরকার এসেছিল, কেজরিওয়াল বলতেন যে আমরা দিল্লির ভিতরে বিদ্যুতের বিল মুকুব করব এবং দিল্লিতে বিদ্যুতের হার সবচেয়ে কম হবে। কিন্তু একসঙ্গে তারা এটাও বলত যে, এরা দিল্লির পাওয়ার ডিসকম, ওরা সবচেয়ে বড় চোর।

চারদিনে আরপিএফের অভিযানে পাঁচ নাবালক উদ্ধার

গুয়াহাটি, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে অভিযান চালিয়ে পাঁচ নাবালক ছেলেকে সফলভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধারকৃত নাবালকদের তাদের নিরাপদ হেফাজতে এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য নির্দিষ্ট চাইল্ডলাইনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেসবার্তায় জানান, ২৭ সেপ্টেম্বর নিউ জলপাইগুড়ির এরপিএফ ট্রেন নম্বর ১৫৯০৩ ডিব্রুগড়-চণ্ডীগড় এক্সপ্রেসে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে রুটিন মাফিক পরীক্ষা করার সময় পালিয়ে যাওয়া এক নাবালক ছেলেকে ট্রেন থেকে উদ্ধার করে। ২৯ সেপ্টেম্বর কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে মানবপাচার, অননুমোদিত হকিং, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কাটিহার (পূর্ব)-এর রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর দল দুই পলাতক নাবালককে উদ্ধার করেছে। একই দিনে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর দল গুয়াহাটি রেল স্টেশনে মানবপাচারের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালায় এবং অভিযানের সময় তারা পালিয়ে যাওয়া এক নাবালক ছেলেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। অন্য একটি ঘটনায় ৩০ সেপ্টেম্বর শিলচরের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর দল শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে এক রুটিন মাফিক পরীক্ষা করার সময় পালিয়ে যাওয়া এক নাবালক ছেলেকে উদ্ধার করে এবং পরে নাবালকটিকে নিরাপদ হেফাজতে ও পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য চাইল্ডলাইন/তারাপুর/শিলচরে হস্তান্তর করা হয়। স্টেশনগুলিতে মোতায়েন করা আরপিএফ দল ট্রেন এসকর্ট পার্টি ও কর্তব্যরত কর্মীদের সতর্ক ও সংবেদনশীল করা হয়েছে এবং মানবপাচারের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পাশাপাশি সন্দেহজনকভাবে শিশুদের চলাচল, যথাযথ অভিভাবক ছাড়া একা ভ্রমণ ইত্যাদির দিকে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে "মেরি সহেলি" গঠিত হয়েছে এবং তা মহিলা ও শিশু যাত্রীদের, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে সর্বক্ষণই কাজ করে চলছে।

শক্তিস্বরূপা জগজ্জননীই মঙ্গলকারী সংকল্পের সফলতার আধার

ডা: মোহন ভাগবত

নবরাত্রির শক্তিপূজার পর বিজয়ের সঙ্গে উদিত আশ্বিন শুক্ল দশমীর দিন আমরা প্রতি বছরের মত এবারও বিজয়া দশমী উৎসব পালন করতে একত্রিত হয়েছি। শক্তিস্বরূপা জগজ্জননীই মঙ্গলকারী সংকল্পের সফলতার আধার। সর্বত্র পবিত্রতা ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্যও শক্তির আশ্রয় অপরিহার্য। ঘটনাক্রমে, সন্তোষ যাদব, যিনি আজ প্রধান অতিথি হিসাবে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ উপস্থিতিতে আমাদের উপকৃত এবং আনন্দিত করেছেন, তিনি সেই শক্তি এবং চৈতন্যেরই প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি গৌরীশঙ্করের উচ্চতাকে দুই দুই বার পায়ে হেঁটে পার করেছেন।

সংঘের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে সমাজের প্রবুদ্ধ ও সমর্থ নারীদের উপস্থিতির প্রথা পুরাতন। ব্যক্তি নির্মাণের জন্য শাখা পদ্ধতি পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য সংঘ এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতিতে পৃথক পৃথক ভাবে চলে। অন্য সব কাজে নারী-পুরুষ মিলিতভাবেই কার্য সম্পাদন করে থাকেন। ভারতীয় পরম্পরায় এই পরিপূরকতার দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিচার করা হয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণকে আমরা ভুলে গেছি, মাতৃশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। অনবরত আক্রমণের পরিস্থিতি এই মিথ্যাচারকে তাৎকালিক বৈধতা দিয়েছে এবং তাকে একটি অভ্যাসরূপে পরিণত করেছে। ভারতের নব উত্থানের ঊষাকালের প্রথম উন্মেষ থেকেই আমাদের সমস্ত মনীষীরা এই গোঁড়ামি পরিত্যাগ করেছিলেন; মাতৃশক্তিকে দেবতার স্বরূপ মেনে পূজার ঘরে তাদেরকে বন্দী রাখা কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণির মনে করে তাদেরকে রান্নাঘরের সীমায় আবদ্ধ করা, এই দুটি চরমপন্থা পরিহার করে তাদের প্রবোধন ও সশক্তীকরণ সহ সমাজের সকল কাজে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সহ সর্বত্র সমান অংশগ্রহণের ওপরই জোর দিয়েছেন। নানা ধরণের অভিজ্ঞতার হোঁচট খাওয়ার পর বিশ্বে বিরাজমান ব্যক্তিবাদী ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীও এখন ধীরে ধীরে এই দিকে নিজের বিচারধারা ঘুরাচ্ছে। ২০১৭ সালে, বিভিন্ন সংগঠনে কার্যরতা মহিলা কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে ভারতের মহিলাদের খুব ব্যাপক এবং সর্বাঙ্গীণ একটি সমীক্ষা চালিয়েছেন। সেই সমীক্ষার ফলাফল সরকারের কাছেও পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সমীক্ষার ফলাফল দ্বারাও মাতৃশক্তির জাগরণ, সশক্তীকরণ এবং তাদের সমান অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে এই কাজকে সংগঠন পর্যন্ত গ্রহণ ও প্রচলিত করতে হবে। কেবলমাত্র তখনই মাতৃশক্তি সহ সমগ্র সমাজের সংহতি রাষ্ট্রীয় নবোত্থানে নিজ ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হবে।

এমনকি সাধারণ মানুষও এখন এই রাষ্ট্রীয় নবোত্থানের প্রক্রিয়াটি অনুভব করছে। বল, শীল এবং জাগতিক প্রতিপত্তিতে আমাদের প্রিয় ভারতের প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি দেখে আমরা সবাই খুশি। সমস্ত ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার দিকে পরিচালিত নীতি অনুসরণকে সরকার পুরস্কৃত করছে। এখন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের গুরুত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়েছে। প্রতিরক্ষা খাতে আমরা দিন দিন স্বাবলম্বী হচ্ছি। করোনার বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত গতিতে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে আমাদের অর্থনীতি পূর্বাবস্থা ফিরে পাচ্ছে। আপনারা ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লীতে কর্তব্য পথের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আধুনিক ভারতের এই অগ্রযাত্রার অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর বর্ণনা শুনেছেন। সরকারের এই স্পষ্ট উদ্ঘোষ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তবে এই পথে আমাদের সকলকে কথায়, কাজে ও চিন্তায় এক হয়ে চলতে হবে। সরকার, প্রশাসন এবং সমাজের স্পষ্ট ও সমানভাবে আমাদের রাষ্ট্রের স্বরূপকে অনুধাবন করে এটি স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসর হওয়ার একটি অপরিহার্য শর্ত। নিজ নিজ জায়গায় এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে কিছু নমনীয়তা অবলম্বন করতে হয়। তখন পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বিশ্বাস একত্রিত হয়ে অগ্রগতির পথ বজায় রাখে। চিন্তার স্বচ্ছতা, সমান দৃষ্টি, দৃঢ়তা, নমনীয়তা, সীমা সম্পর্কে সচেতনতা, ভুলভ্রান্তি এবং বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করে। সরকার, প্রশাসন, বিভিন্ন ধরণের নেতৃবর্গ ও সমাজ স্বার্থপরতা ও ভেদাভেদকে ঊর্ধে রেখে সহমর্মী হয়ে কর্তব্যের পথে যদি অগ্রসর হয়, তাহলে রাষ্ট্র উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। সরকার, প্রশাসন ও নেতারা তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। সমাজকেও চিন্তাভাবনা করে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এই নবজাগরণের প্রক্রিয়ায় বাধাগুলি অতিক্রম করার জন্য এখনও কাজ করতে হবে। প্রথম বাধা হল গতানুগতিকতা! সময়ের সাথে সাথে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়তে থাকে। সময়ের সাথে সাথে কিছু বিষয় বদলায়, কিছু হারিয়ে যায়। কিছু নতুন বিষয় এবং পরিস্থিতির জন্ম হয়। তাই নতুন রচনা নির্মাণ করতে গিয়ে ঐতিহ্য ও সমকালের সমন্বয় করতে হবে। সেকেলে ভাবনা পরিত্যাগ করে নতুন যুগোপযোগী ও দেশানুকূল ঐতিহ্য তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে, যে চিরন্তন মূল্যবোধগুলি আমাদের পরিচয়, সংস্কৃতি, জীবন সম্পর্কে আমাদের যে মহান উল্লেখনীয় চিরন্তন সেই শাশ্বত মূল্যবোধ ইত্যাদিকে ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার আচরণ করা, যাতে তা পূর্ববৎ থাকে, তার জন্য সাবধানতা বজায় রাখতে হবে। নতুন যুগ-বান্ধব ও দেশবান্ধব ঐতিহ্য তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয় ধরণের বাধা এমন শক্তি তৈরি করে, যারা ভারতের ঐক্য ও অগ্রগতি চায় না। মিথ্যা বা অসত্য বিমর্শের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা এবং সমাজে সন্ত্রাস, বিভেদ ও নৈরাজ্য বাড়ানোর তাদের পদ্ধতির অভিজ্ঞতা আমরা ইতিমধ্যেই অনুভব করছি। স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে দূরত্ব ও শত্রুতা সৃষ্টির কাজ স্বাধীন ভারতেও তারা করছে। তাদের প্ররোচনায় না পড়ে, তাদের ভাষা, ধর্ম, প্রদেশ, নীতির পরোয়া না করে তাদের বিষয়ে সমস্ত রকম মোহ পরিত্যাগ করে কঠোরভাবে তাদের প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করতে হবে। সরকার ও প্রশাসনের এই ক্ষমতাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও দূর করার প্রচেষ্টায় আমাদের সহায়ক হওয়া উচিত। শুধুমাত্র সমাজের সবল ও সফল সহযোগিতাই দেশের নিরাপত্তা ও ঐক্য সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করতে পারে।

সমাজের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছাড়া কোনো ভালো কাজ বা কোনো পরিবর্তনই সফল ও স্থায়ী হতে পারে না, এটা সার্বজনীন অভিজ্ঞতা। মানুষের মন তৈরি না করে বা মানুষ মন থেকে মেনে না নিলে একটা ভালো ব্যবস্থাও চলতে পারে না।

পৃথিবীতে সমস্ত বড় ও স্থায়ী পরিবর্তন সমাজের জাগরণের পরই কেবল ব্যবস্থা ও তন্ত্রে পরিবর্তন এসেছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি নীতিমালা নির্মাণ অত্যন্ত সঠিক ধারণা। নতুন শিক্ষানীতির অধীনে সরকার / প্রশাসনও সেদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে। কিন্তু অভিভাবকরা কি চান যে, তাদের সন্তানদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোক? নাকি তথাকথিত অর্থনৈতিক সুবিধা বা Career (যার জন্য শিক্ষার চেয়ে বেশি উদ্যোগ, সাহস এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজন) এর জন্য আপনার সন্তানদের মরীচিকার পিছনে অন্ধ দৌড় করাতে চান? সরকারের কাছে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রত্যাশা করতে গিয়ে এটাও দেখতে হবে আমরা মাতৃভাষায় আমাদের স্বাক্ষর করি কি না? আমাদের বাড়িতে নেমপ্লেট মাতৃভাষায় আছে কি না? মাতৃভাষায় আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয় কি না?

নতুন শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার্থী যেন একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠে, তার মধ্যে যেন দেশপ্রেমবোধ জাগ্রত হয়, সে যেন হয়ে ওঠে একজন সুসংস্কারযুক্ত নাগরিক। কিন্তু সুশিক্ষিত, সচ্ছল ও প্রবুদ্ধ অভিভাবকরাও কি শিক্ষার এই সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠান? তদুপরি শিক্ষা শুধু শ্রেণিকক্ষে নয়। বাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অভিভাবকের; সমাজে ভদ্রতা, সামাজিক শৃঙ্খলার যথাযথ পরিবেশ বজায় রাখার মাধ্যম ইত্যাদি, জননেতাদের ভূমিকা এবং সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন পালা, পার্বণ, উৎসব ইত্যাদিরও সমান গুরুত্ব রয়েছে। এই বিষয়ে আমরা কতটা যত্নশীল? এটি ছাড়া, কেবলমাত্র বিদ্যালয়ীয় শিক্ষা কখনোই কার্যকর হতে পারে না।

বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসা পদ্ধতির সমন্বয়ে দ্বারা অল্পমূল্যের, ভাল মানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সার্বজনীনভাবে সহজলভ্য এবং বাণিজ্যিক মানসিকতামুক্ত একটি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করতে হবে- এটাও সংঘের প্রস্তাব। সরকারের অনুপ্রেরণা ও সহায়তায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতা, যোগ ও ব্যায়ামের উদ্যোগও পরিচালিত হয়। সমাজে অনেকেই এমন আছেন এসবের প্রতি আগ্রহ রাখেন ও গুরুত্ব জানান সকলকে। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে সমাজ যদি তার পুরনো ধাঁচে চলতে থাকে, তাহলে এমন কী ব্যবস্থা আছে যা সবার স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারবে?

সংবিধানের কারণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের পথ সুগম হয়েছে, কিন্তু সামাজিক সমতা না আনলে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আসবে না, এমনই সাবধানবাণী শ্রদ্ধেয় ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অনেক নিয়ম ইত্যাদি করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু বৈষম্যের মূল নিহিত রয়েছে মনের মধ্যে এবং আচরণের অভ্যাসের মধ্যে। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পর্যায়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, স্বতঃস্ফূর্ত, অনৌপচারিক যাতায়াত, ওঠা বসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না; আর সামাজিক স্তরে মন্দির, জল, শ্মশান সব হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমতার কথা শুধু স্বপ্নের কথাই থেকে যাবে।

ব্যবস্থায় আমাদের ঈপ্সিত পরিবর্তনগুলি আমাদের আচরণে আনলে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া গতি ও শক্তি পায়, স্থায়ী হয়। এটি না হলে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অবরুদ্ধ হতে পারে এবং পরিবর্তন স্থায়িত্বের দিকে এগোয় না। সমাজের একটি নির্দিষ্ট মানসিকতা তৈরি করা পরিবর্তনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। ভোগ ও শোষণমুক্ত আদর্শের ভিত্তিতে উন্নয়ন সাধন করতে হলে সমাজের গোড়া থেকে এবং নিজের জীবন থেকে ভোগ ও শোষণের প্রবণতা দূর করতে হবে। ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন নীতি কর্মসংস্থানমুখী হবে এমনটা আশা করা স্বাভাবিক। তবে রোজগার মানে কেবল মাত্র চাকরি নয়- এই বোধও সমাজে বাড়াতে হবে। কোনো কাজই প্রতিপত্তির দিক থেকে ছোট বা হালকা নয়। কায়িক শ্রম, পুঁজি ও মেধাগত শ্রম- সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ এই বিশ্বাস ও অনুরূপ আচরণ আমাদের সবাইকে করতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ স্থাপনের প্রবণতাকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিটি জেলায় কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণের একটি বিকেন্দ্রীকৃত প্রকল্প তৈরি করতে হবে এবং তাদের জেলাতেই কর্মসংস্থান পাওয়া যেতে পারে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ইত্যাদি সুবিধা গ্রামে উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে। কিন্তু করোনার বিপত্তির সময়ে কর্মরত কার্যকর্তারাও বুঝতে পেরেছেন যে সমাজের সংগঠিত শক্তিও অনেক কিছু করতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরত সংস্থা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কিছু সজ্জন ব্যক্তি, দক্ষতা বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক এবং স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা প্রায় ২৭৫ টি জেলায় স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সাথে যৌথভাবে এই পরীক্ষাটি শুরু করেছে। এই প্রাথমিক পর্যায়ে তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সফল হয়েছে, এমন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

রাষ্ট্রজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমাজের অংশগ্রহণের এই ধারণা ও আগ্রহ সরকারকে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, বরং রাষ্ট্রের উত্থানে সমাজের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং তার অনুকূল নীতি নির্ধারণের ইঙ্গিত। এটা সত্য যে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বিশাল। জনসংখ্যার বিচার আজকাল দুটি উপায়ে হচ্ছে। এই জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজন হবে। যদি এই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তবে বোঝাও বাড়তে বাড়তে অসহ্য হয়ে উঠবে। সেজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকটি বিবেচনা করে পরিকল্পনা করা হয়। জনসংখ্যা বিচারের দ্বিতীয় প্রকারটি হল জনসংখ্যাকে একটি সম্পদ - asset রূপে বিবেচনা করা। সেই সম্পদকে সঠিক প্রশিক্ষণ এবং তার সর্বাধিক ব্যবহারের কথা ভাবতে হয়। সারা বিশ্বের জনসংখ্যার দিকে তাকালে একটা বিষয় মাথায় আসে। কেবল আমাদের দেশের দিকে তাকালে চিন্তাভাবনা হয়ত বদলে যেতে পারে। চিন তার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি পরিবর্তন করে তার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে শুরু করেছে। দেশের স্বার্থ জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিচারধারাকে প্রভাবিত করে। আজ আমরা সবথেকে তরুণ দেশ বলে পরিগণিত হই।

আগামী ৫০ বছর পরে, আজকের যুবকরা প্রৌঢ়ে পরিণত হবে, তখন তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য কত যুবক লাগবে সেই হিসাবও আমাদের করতে হবে। দেশের জনগণ তাদের প্রচেষ্টায় দেশকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনই তাদের নিজেদের ও সমাজের জীবিকা নিরাপদ করে। জনতার যোগক্ষেম এবং জাতীয় পরিচিতি ও নিরাপত্তা ছাড়াও এই কয়েকটি বিষয় স্পর্শ করে।

সন্তানের সংখ্যার বিষয়টি মায়েদের স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, শিক্ষা, ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। প্রতিটি পরিবারের চাহিদার সাথেও সম্পর্কিত। জনসংখ্যা পরিবেশকেও প্রভাবিত করে। মোটকথা, জনসংখ্যা নীতি অনেক কিছুকে সামগ্রিক ও সমন্বিতভাবে বিবেচনা করে প্রণয়ন করতে হবে, সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে, জনসচেতনতার মাধ্যমে এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তবেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নিয়মকানুন ফলদায়ী হবে।

২০০০ সালে, ভারত সরকার সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণ করেছিল। সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ২.১ এর প্রজননের হার (TFR) লাভ করা। এখন ২০২২ সালে, প্রতি পাঁচ বছরে প্রকাশিত NFHS রিপোর্ট এসেছে। যেখানে সমাজের সচেতনতা ও ইতিবাচক অংশগ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্রমাগত সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে ২.১ -এর কম উর্বরতার হার প্রায় ২.০-এ নেমে এসেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের দিকে অগ্রগতির সময়, আরও বিবেচনার জন্য দুটি প্রশ্ন উঠছে। সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবৈজ্ঞানিকদের অভিমত অনুযায়ী, অতি ক্ষুদ্র পরিবার, ছেলে-মেয়েদের সুস্থ সার্বিক বিকাশ, পরিবারে নিরাপত্তাহীনতা বোধ, সামাজিক চাপ, একাকী জীবন ইত্যাদির কারণে 'পরিবার ব্যবস্থা' নিয়েও প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা দিয়েছে। একই সময়ে, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা।

৭৫ বছর আগে আমরা আমাদের দেশে এটি অনুভব করেছি। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের তিনটি সদ্য স্বাধীন দেশ- পূর্ব তিমোর, দক্ষিণ সুদান এবং কসোভা— ইন্দোনেশিয়া, সুদান এবং সার্বিয়ার একই ভূভাগে জনবিন্যাসের অসন্তুলনের ফল এটা। যখনই কোনো দেশে জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়, তখন সেই দেশের ভৌগোলিক সীমানাও পরিবর্তিত হয়। জন্মহারে বৈষম্যের পাশাপাশি দেশে লোভ-লালসা, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ও অনুপ্রবেশও বড় কারণ। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে জনসংখ্যার ভারসাম্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা উপেক্ষা করা যায় না।

গণতন্ত্রে জনমানসের সঙ্গে সহযোগিতার গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। নিয়ম তৈরি করা হয়, সেটি গৃহীত হয় এবং সেই থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল তার থেকেই পাওয়া যায়। যে নিয়মগুলি লাভ দ্রুত চোখে পড়ে, অথবা যে নিয়মগুলির উপকার সময়ের সঙ্গে চোখে পড়ে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে হয় না। কিন্তু যখন দেশের স্বার্থে বা দুর্বলদের স্বার্থে মানুষকে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, সেখানে এই আত্মত্যাগের জন্য জনগণকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে, তাই সমাজে স্ব-এর বোধ ও গৌরব জাগিয়ে রাখা দরকার। এই 'স্ব' আমাদের সকলকে সংযুক্ত করে। কারণ এটি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রাপ্ত সত্য উপলব্ধির প্রত্যক্ষ ফল। "সর্ব যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম হল একই চিরন্তন অবিনাশী উৎপত্তির একটি অভিব্যক্তি, সেজন্য শ্রদ্ধার সাথে নিজ বিশিষ্টতার উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকের বৈচিত্র্য, স্বতন্ত্রতাকে সম্মান করা এবং গ্রহণ করা উচিত। কেবল ভারতই সকলকে এই শিক্ষা দিতে সমর্থ। সবাই এক, তাই সবাইকে মিলেমিশে চলতে হবে, বিশ্বাসের বৈচিত্র্য আমাদের আলাদা করে না। সত্য, করুণা, অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা এবং তপস্যার সারমর্ম সমস্ত বিশ্বাসকে একত্রিত করে।

সমস্ত বৈচিত্র্যকে সুরক্ষা এবং অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করে যুক্ত রাখে। এটিই আমাদের সংস্কৃতিতে ধর্ম বলে পরিচিত। এই দুই-চারটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে সমগ্র বিশ্বের জীবনকে সমন্বয়, আলাপ আলোচনা, সম্প্রীতি দেয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে পারার মত আমাদের সংস্কৃতি সকলকে একত্রিত করে, বিশ্বকে একটি পরিবার হিসাবে সংযুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করে। সৃষ্টির পর থেকে আমরা সবাই বেঁচে থাকি, বেড়ে উঠি। "জীবনে যাবদআদানমস্যাৎ প্রদানং ততোধিকম-এর ধারণা আমরা এর থেকেই পাই। 'বসুধৈব কুটুম্বকম- এর এই অনুভূতি এবং 'বিশ্বমভবত্যেকনীড়ম- এর এই মহান লক্ষ্য আমাদের পুরুষার্থ লাভে অনুপ্রাণিত করে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের এই শাশ্বত প্রবাহ সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই উদ্দেশ্যে, এই রীতিতেই চলে আসছে। সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী রূপ, পথ ও শৈলী পরিবর্তিত হলেও মূল ধারণা, গন্তব্য ও উদ্দেশ্য একই রয়ে গেছে। আমরা এই পথে এই অবিরাম গতি অর্জন করেছি অগণিত বীরের সাহসিকতা ও আত্মনিবেদন, অগণিত কর্মযোগীর ভীমবৎ পরিশ্রম এবং জ্ঞানীদের কঠোর তপস্যার দ্বারা। আমরা সবাই তাদের আমাদের জীবনে অনুকরণীয় আদর্শের স্থান দেই। তিনি আমাদের সকলের গর্ব। তারা আমাদের সমান পূর্বপুরুষ এবং আমাদের একত্রীকরণের আরেকটি আধার।

তারা সকলেই আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি ভারতের জয়গান গেয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকেই, সকল প্রকার বৈচিত্র্যকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা এবং একসাথে চলা আমাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে; বস্তুগত আনন্দের চূড়ান্ত সময়ে থেমে না গিয়ে, আমাদের অন্তরের গভীরে খনন করে আমরা অস্তিত্বের সত্যতা পেয়েছি; বিশ্বকে নিজের পরিবার মনে করে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ভদ্রতা সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন, এর কারণ আমাদের মাতৃভূমি ভারত। প্রাচীনকালে সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা এই ভারত মাতা আমাদেরকে যে নিরাপত্তা ও শান্তি দিয়েছিলেন তারই ফল তার চতুর্মুখী, সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রাকৃতিক উপায়ে। সেই অখণ্ড মাতৃভূমির প্রতি একান্ত ভক্তিই আমাদের রাষ্ট্রীয়তার মূল ভিত্তি।

প্রাচীনকাল থেকেই ভূগোল, ভাষা, উপাসনার পথ, জীবনধারা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও সমাজ হিসাবে, সংস্কৃতি হিসাবে, রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের জীবনপ্রবাহ অটুটভাবে চলে আসছে। এর মধ্যে সব বৈচিত্র্যের গ্রহণযোগ্যতা আছে, সম্মান আছে, নিরাপত্তা আছে, উন্নয়ন আছে। নিজের সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, আগ্রাসন ও অহংকার ছাড়া আর কিছু ছাড়তে হয় না। সত্য, করুণা, অন্তর বাইরের পবিত্রতা এই তিনটির অনুশীলন ছাড়া আর কিছুর-ই অনিবার্য প্রয়োজন নেই। ভারতের ভক্তি, আমাদের একই পূর্বপুরুষদের উজ্জ্বল আদর্শ এবং ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি, এই তিনটি আলোকস্তম্ভের দ্বারা আলোকিত এবং প্রশস্ত পথে প্রেমের সাথে, একসাথে হাঁটা, এটি আমাদের "স্ব", এটিই আমাদের রাষ্ট্রধর্ম।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কর্তৃক সমাজের প্রতি আহ্বানের আশয় প্রথম থেকে এটাই ছিল। আজকের অভিজ্ঞতা হল, এখন সবাই সেই ডাক শুনতে ও বুঝতে প্রস্তুত। অজ্ঞতা, অসত্য, কুৎসা, ভয় বা স্বার্থপরতার কারণে সংঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রভাব কমে যাচ্ছে। কারণ সংঘের ব্যাপ্তি এবং সামাজিক আদানপ্রদান- অর্থাৎ সংঘের ক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীতে মান্যতা পাওয়ার জন্য সত্যকেও শক্তিশালী হতে হয়, এটাই জীবনের অদ্ভুত সত্য। পৃথিবীতে অশুভ শক্তিও আছে, তাদেরকে এড়াতে এবং অন্যদেরকেও বাঁচাতে সজ্জনের সংগঠিত শক্তি প্রয়োজন। উপর্যুক্ত রাষ্ট্র ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে থেকে সমগ্র সমাজকে সংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংঘ কাজ করছে। এটি হিন্দু সংগঠনের কাজ, কারণ উপরে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় ধারণাকে হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণা বলা হয়, আর সেটাই বাস্তব। অতএব সংঘ যারা উপরোক্ত রাষ্ট্র ধারণায় বিশ্বাসী সবাইকে অর্থাৎ হিন্দুসমাজের সংগঠন, হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ এর সংরক্ষণ করে হিন্দু রাষ্ট্রের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য "সর্বেষামঅবিরোধেন" করে চলেছে। এখন যখন সংঘ সমাজে কিছুটা স্নেহ ও বিশ্বাস অর্জন করেছে এবং তার শক্তিও রয়েছে, তখন লোকেরা হিন্দু রাষ্ট্রের কথা গুরুত্ব সহকারে শোনে। এই আশয়টিকে মাথায় রেখেই কেবল হিন্দু শব্দের বিরোধিতা করে অন্য শব্দ ব্যবহার করছেন অনেকে। তাদের বিষয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। অভিপ্রায়ের স্পষ্টতার জন্য আমরা আমাদের জন্য হিন্দু শব্দের উপর জোর দিতে থাকব।

তথাকথিত সংখ্যালঘুদের মধ্যে অকারণে একটা ভয় তৈরি করা হয় যে আমাদের বা সংগঠিত হিন্দুদের কাছ থেকে হুমকি রয়েছে। এমনটা কখনো হয়নি এবং হবেও না। সংঘের এমন স্বভাব ছিল না অথবা ইতিহাস ছিল না। অন্যায়, অত্যাচার, বিদ্বেষের আশ্রয় নিয়ে সমাজে গুন্ডামি করা লোকেরা সমাজের সাথে শত্রুতা করলে আত্মরক্ষা বা আপ্তরক্ষা করা সবার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। "না ভয় দেত কাহু কো না ভয় জানত আপ" এর মতো হিন্দু সমাজকে দাঁড় করানো সময়ের দাবি। এটা কারো বিরুদ্ধে নয়। সংঘ দৃঢ়ভাবে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভদ্রতা এবং শান্তির পক্ষে দণ্ডায়মান। এই ধরণের উদ্বেগ মাথায় রেখে, তথাকথিত সংখ্যালঘুদের কিছু ভদ্রলোক গত বছরগুলোতে দেখা করতে আসছেন। সংঘের কয়েকজন কার্যকর্তার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হচ্ছে, তা হতেই থাকবে। ভারত একটি প্রাচীন রাষ্ট্র, একটিই রাষ্ট্র। সেই পরিচয় ও ঐতিহ্যের স্রোতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আসুন আমরা সবাই ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও শান্তির সাথে রাষ্ট্রের নিঃস্বার্থ সেবা করি। একে অপরের সুখে-দুঃখে পরস্পরের সঙ্গী হই, ভারতকে জানি, ভারতকে বিশ্বাস করি, ভারতের জন্য তৈরি হই, এমনই একাত্ম ও সমরস রাষ্ট্রের কল্পনা সংঘ করে। এতে সংঘের অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা আগ্রহ নেই।

সম্প্রতি উদয়পুরে একটি জঘন্য ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। পুরো সমাজ হতবাক সমাজের বৃহত্তর অংশ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। গোটা সমাজ এই ধরণের ঘটনার মূলে জড়িত থাকে না। উদয়পুরের ঘটনার পর মুসলিম সমাজের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিও বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিরোধিতা ব্যতিক্রম হয়েই থেকে যাওয়া উচিত নয়, বরং, এই প্রবৃত্তি বৃহত্তর মুসলিম সমাজের স্বভাবে পরিণত হওয়া উচিত। হিন্দু সমাজের একটি বৃহৎ অংশ এরকম ঘটনা ঘটলে হিন্দুকে এমন ঘটনার জন্য অভিযুক্ত করা হলেও, তার বিরোধিতা ও নিষেধ মুখরতার সাথে প্রকাশ করে। উস্কানি যাই হোক, যেখান থেকেই হোক না কেন, আইন ও সংবিধানের মর্যাদার মধ্যে থেকে সকলকে সর্বদা নিজের বিরোধ প্রকাশ করা উচিত। সমাজ সংযুক্ত হোক যেন না ভাঙে, ঝগড়া না করে, বিচ্ছিন্ন না হয়। মন-বচন- কর্মের মাধ্যমে এমনই ভাব মনে রেখে সমাজের সকল সজ্জনদের মুখর হতে হবে। আমরা দেখতে আলাদা এবং বিশিষ্ট বলে আমরা আলাদা, আমাদের বিচ্ছেদ দরকার, আমরা এই দেশ ও তার মূল জীবনধারা এবং পরিচয় নিয়ে চলতে পারি না; এই অসত্যের কারণে, 'ভাই টুটে, ধরতী বিখরে মিটে ধর্মস্থান" এই বিভাজনের বিষাক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ সুখী হননি। আমরা ভারতের, ভারতীয় পূর্বপুরুষের, ভারতের সনাতনী (চিরন্তন) সংস্কৃতির, সমাজ ও রাষ্ট্রিয়তার দিক থেকে এক, এটাই আমাদের উদ্ধারক মন্ত্র।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় উত্থানের শুরুতে, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ভারতমাতাকেই একমাত্র আরাধ্যারূপে মেনে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মহর্ষি অরবিন্দ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, প্রথম স্বাধীনতা দিবস এবং তার নিজের জন্মদিনে ভারতবাসীকে একটি বার্তা দিয়েছিলেন। এতে তার পাঁচটি স্বপ্নের উল্লেখ রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যের ভাবনা সেখানে প্রথম ছিল। সাংবিধানিক পদ্ধতিতে রাজ্যগুলিকে একীভূত করার বিষয়ে তিনি এক অখন্ড ভারত গঠনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে ছিলেন।

কিন্তু দেশভাগের ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে এক চিরন্তন রাজনৈতিক খাদ তৈরি হয়েছে, যা ভারতের ঐক্য, অগ্রগতি ও শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেজন্য তাঁর চিন্তা ছিল। যেভাবেই হোক না কেন, বিভাজন রদ হওয়ার পর ভারত যেন এক হয়, এইরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি প্রকাশ করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে তাঁর পরবর্তী সমস্ত স্বপ্নের- এশিয়ার দেশগুলির মুক্তি, বিশ্বের একতা, ভারতের আধ্যাত্মিকতার জন্য বিশ্বব্যাপী অভিমন্ত্রণ এবং বিশ্বে অতিমানসের জগতে অবতরণের- বাস্তবায়নের ফলে ভারতই প্রাধান্য পাবে। তিনি জানতেন যে এটি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রাধিকার থাকবে। তাই তার কর্তব্যের বার্তা খুবই স্পষ্ট "রাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন একটি সময় আসে যখন ভাগ্য তার সামনে একটিই কাজ, একটিই লক্ষ্য রাখে, যার জন্য অন্য সবকিছু, তা সে যতই উন্নত বা উদাত্ত হোক না কেন, সবকিছুই সমর্পণ করতে হয়। আমাদের মাতৃভূমির জন্য এখন এমন এক সময় এসেছে, যখন তাঁর সেবার চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই। যখন অন্য সব কিছু তাঁরই জন্য সম্পাদন করতে হয়।

আপনি যদি অধ্যয়ন করেন, তবে তাঁরই জন্য অধ্যয়ন করুন। আপনার দেহ, মন এবং আত্মাকে তাঁর সেবা করার জন্য প্রশিক্ষণ দিন। দেশের জন্য বাঁচার কারণেই নিজের জীবিকা অর্জন করুন। আপনি সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে যাবেন, যাতে সেখান থেকে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর সেবা করতে পারেন। তাঁর গৌরবের জন্য কাজ করুন। তিনি যাতে আনন্দে থাকেন, তার জন্য আপনি দুঃখে সহ্য করুন। এই একটি উপদেশে সবকিছু এসে গেছে।" ***(সরসঙ্ঘচালক ডা: মোহন ভাগবতের বিজয়া উৎসব-২০২২ উপলক্ষ্যে দেওয়া বক্তৃতা)***

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গান্ধীজির জন্মজয়ন্তীতে ২রা অক্টোবর কমিটির উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি নিজস্ব।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫২৯; সক্রিয় রোগী ৩২,২৮২, দেশে মৃত্যু কমে ১২

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা বেড়েছে, বুধবার সারা দিনে দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৫২৯ জন, যা আগের দিনের সামান্য বেশি। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,২৮,৭৪৫-এ পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩২ হাজার ২৮২-এ পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারা দিনে দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৫২৯ জন, এখনও পর্যন্ত দেশে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪, ৪৬,০৪,৪৬৩ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩২ হাজার ২৮২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৭ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭৯ হাজার ৩৬৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৮.৮৪-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪০, ৪৩,৪৩৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৪ শতাংশ।

শিয়ালদহে বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত তরুণী-সহ ৩ জন, আহত অন্তত দুই

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): দশমীর রাতে কলকাতার রাস্তায় বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক তরুণী-সহ তিনজন। আহত হয়েছেন অন্তত দুই থেকে তিনজন। আহতদের এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এই ঘটনায় ওই বাসটির হেল্পার ও কন্ডাক্টরকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ শিয়ালদহের মুচিপাড়ায় একটি বাস দ্রুত গতিতে এসে ছ'জনকে ধাক্কা মারে।

তাতে মারা যান এক তরুণী-সহ তিনজন। আহত হয়েছেন তাঁর পরিবার-পরিজনের অন্তত দুই থেকে তিনজন। দশমীতে তাঁরা সকলেই একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ৪৬ নম্বর রুটের ওই বাসটি এনআরএস থেকে রাজাবাজারের দিকে যাচ্ছিল। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে।

মৃত তরুণীর নাম-অদিতি গুপ্ত (১৮)। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরে এক মহিলা এবং এক পুরুষ সেখানে মারা যান। এর পর আহত তিন জনকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।দশমীর রাতে ওই ছ'জনই একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। দক্ষিণ বন্দর এলাকার বাসিন্দা অদিতির সঙ্গে তাঁরা শিয়ালদহ উড়ালপুল দিয়ে হাঁটছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সেই সময় ৪৬ নম্বর রুটের একটি বাস দ্রুত গতিতে এসে তাঁদের ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অদিতির।

ভারত জোড়ো যাত্রায় জুতোর ফিতে আলগা হল সোনিয়ার, নিচু হয়ে বেঁধে দিলেন রাহুল

বেঙ্গালুরু, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালীন মায়ের পায়ের জুতো পরিয়ে দিতে দেখা গেল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। বৃহস্পতিবার সকালে কর্নাটকের মাণ্ড্যতে শুরু হয় কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা, তাতে অংশ নেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী ও রাহুলের মা সোনিয়া গান্ধীও।

বৃহস্পতিবারই প্রথম বার ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া। সোমবার তিনি মাইসুরুতে পৌঁছলেও আয়ুধ পুজো এবং দশেরা উৎসবের জন্য কংগ্রেসের কর্মসূচির দু'দিনের বিরতি ছিল। এদিন মাণ্ড্যতে পদযাত্রায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় হঠাৎই তাঁর পায়ের জুতোর ফিতে আলগা হয়ে গিয়েছিল। হাঁটতে গিয়ে থমকে গিয়েছিলেন সোনিয়া। বিষয়টি নজরে আসতেই রাহুল নিচু হয়ে ফিতে বেঁধে দেন। উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে রাহুল ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছিলেন।

জলপাইগুড়ি দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজ নিয়ে ক্ষোভ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ি দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি লিখেছেন, "বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ২৬-এ শুভেন্দুবাবু টুইটারে লেখেন, "জলপাইগুড়ি দুর্ঘটনার ১২ ঘন্টা কেটে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত সিএম এবং মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় (সিএমও) এই ইস্যুতে ঘুমাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

ভোর ৫টা থেকে উদ্ধার তৎপরতা বন্ধ রয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিবরণ এবং সংখ্যা সম্পর্কে কোনও স্পষ্টতা নেই। এখনও ক্ষতিপূরণের ঘোষণা নেই, নিহতদের নিকটাত্মীয়দের জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে নিখোঁজ ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট (যদি থাকে) করতে নির্দেশ দিন। এছাড়াও সিএমওকে শীঘ্রই যথাযথ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় (পিএমও) ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, কেন সিএমও উদাসীন?" যদিও এর কিছুক্ষণ বাদেই, ১২টা ৫ মিনিটে নবান্ন থেকে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর টুইটারে মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রচার করে।

শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন বিজয়া দশমী

পাথারকান্দি (অসম), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : মহিলাদের সিঁধুর খেলা, শোভাযাত্রা ও হাতে হাতে অপরাজিতা বাঁধনের মধ্যে দিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে দেবী দুর্গার নিরঞ্জনপর্ব সম্পন্ন হয়েছে বৃহত্তর পাথারকান্দিতে। এতে বাঁধভাঙা আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল গোটা এলাকা জুড়ে। আসছে বছর আবার হবে..., এই আবেদনকে সামনে রেখে বুধবার দশমীর সন্ধ্যায় চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পাথারকান্দির থানা সংলগ্ন লঙ্গাই নদীর বিসর্জন ঘাটে একে একে ৩৬টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। এতে প্রশাসনের কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে এলাকার স্থানে স্থানে মেলাও বসে।

এদিন পাথারকান্দির সলগই, লোয়াইরপোয়া, বাজারিছড়া, ইচাবিল, কটামণি, রাঙামাটি, নাগরা, চুড়াইবাড়ি, কাঁঠালতলি, সোনাখিরা, চাঁদখিরা, তিনখাল, আদমটিলা, ভুবরিঘাট, হাতিখিরা, মেদলি, পাথিনি, তিলভুম প্রভৃতি স্থানেও শান্তিপূর্ণভাবে পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নির্বিঘ্নে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। এর আগে মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় প্রতিটি মণ্ডপে প্রতিমা আনয়ন ও বিল্বতলে বিশেষ পুজোর্চনার মধ্য দিয়ে দেবীর আগমনীর সুর বেজে উঠেছিল। এবার বৃহত্তর পাথারকান্দিতে ছোট বড় প্রায় দু-শতাধিক বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাসপ্তমী ও অষ্টমীর সন্ধ্যায় ঝিরঝির বৃষ্টির জন্য মণ্ডপে মণ্ডপে খুব একটা জনসমাগম না হলেও মহানবমীর সন্ধ্যা থেকে শহরের প্রতিটি পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এবং যানজট এড়াতে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ছিল সক্রিয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ তৎপর থাকায় পুজোর চারদিন বিদ্যুৎ সহ পানীয় জলের যোগান ছিল স্বাভাবিক। এজন্য এলাকার জনগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিভাগকে সাধুবাদ জানান। প্রতিমা নিরঞ্জন পর্বে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এসডিআরএফ থেকে শুরু করে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে জড়িত জরুরিকালীন পরিষেবাগুলোকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। পাথারকান্দি শহরের দু-একটি সর্বজনীন পুজো কমিটি ছাড়া বেশিরভাগ পুজোই একেবারে জৌলুসহীন ছিল। প্রত্যন্ত গ্রামবাসীদের আয়োজিত পুজো মণ্ডপে সাজসজ্জা কম হলেও অনেক পুজোর কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার প্রশংসা কুড়িয়েছে। দশমীর সকাল থেকেই প্রতিটি মণ্ডপে সিঁধুর ও আবির খেলা ও শেষে মূর্তি নিরঞ্জনে শামিল থেকে গান ও ঢাকের তালে ছেলেদের সঙ্গে মহিলারাও কোমর দুলিয়ে নেচেছেন। ভাসান পর্বে পাথারকান্দি বিসর্জন ঘাটে স্থানীয় শিববাড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পক্ষে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটাতে রাবণের বিশাল পুত্তলিকা দাহন করা হয়েছে।

রাজগঞ্জে নয়ানজুলি থেকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

রাজগঞ্জ, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ৩১ডি জাতীয় সড়কে রাধারবাড়ি এলাকায় নয়ানজুলি থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। যুবকের বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে স্থানীয় এক যুবক প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে মৃতদেহটি দেখতে পান। ঘটনা চাউর হতেই অনেক মানুষ ভিড় করেন। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

২২ শিশু-সহ ৩৪ জনকে গুলি করে খুন! তাইল্যান্ডে গণহত্যার পর আত্মঘাতী বন্দুকবাজ

ব্যাঙ্কক, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ফের গণহত্যার সাক্ষী হল থাইল্যান্ড। বৃহস্পতিবার এলোপাথাড়ি গুলি চলল সে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় একটি প্রদেশে শিশুদের দিবা-যত্ন কেন্দ্রে। প্রাক্তন এক পুলিশ কর্মীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩৪ জন। নিহতদের মধ্যে ২২ জনই শিশু। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, থাল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব প্রদশে একটি ক্রেশে হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় জখম হয়েছেন আরও অনেকে। গণহত্যার পর আত্মঘাতী হয়েছেন বন্দুকবাজ।

থাইল্যান্ডের 'প্রি স্কুল চাইল্ড ডে কেয়ার সেন্টার'-এ গুলি চালায় প্রাক্তন এক পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলি চালানোর পাশাপাশি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের কোপান বন্দুকবাজ। কী কারণে হামলা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হামলার ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শিয়ালদহে বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত এক তরুণী, আহত অন্তত পাঁচ

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): কলকাতার রাস্তায় বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক তরুণী। আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচ জন। আহতদের এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনায় ওই বাসটির হেল্পারকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ শিয়ালদহের মুচিপাড়ায় একটি বাস দ্রুত গতিতে এসে ছ'জনকে ধাক্কা মারে। তাতে মারা যান এক তরুণী। আহত হয়েছেন তাঁর পরিবার-পরিজনের অন্তত চার-পাঁচ জন। দশমীতে তাঁরা সকলেই একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ৪৬ নম্বর রুটের ওই বাসটি এনআরএস থেকে রাজাবাজারের দিকে যাচ্ছিল। এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএমে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভারতে ২১৮.৮৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, বুধে অনেকটাই কমল টিকাদান

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ২১৮.৮৪-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৯ হাজার ৩৬৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২১৮.৮৪-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা-২১৮,৮৪,২০,১৮২ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১,২২,০৫৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,২২,০৫৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৫২৯ জন।

দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকাকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ, পুনরায় ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া

সিওল, ৬ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকাকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ল উত্তর কোরিয়া। ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র! দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের 'বদলা' নিল উত্তর কোরিয়া। বৃহস্পতিবার আবার দু'টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল পিয়ংইয়ং। দক্ষিণ কোরিয়ার সেনার তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে তারা দু'টি স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করেছে। ওই দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ের সামসোক এলাকা থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জাপান সাগর বরাবর ক্ষেপণাস্ত্র দু'টি ছোড়া হয় বলে জানানো হয়েছে।

গত মঙ্গলবার জাপানের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে কিম জং উনের দেশ। যা গিয়ে পড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে। যদিও এতে কেউ হতাহত হননি। উত্তর কোরিয়ার এই আচরণের নিন্দায় সরব হয় দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকাও। নিন্দা জানায় রাষ্ট্রপুঞ্জও। উত্তর কোরিয়াকে সতর্ক করতে বুধবার পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকা। এরপর বৃহস্পতিবার পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করল উত্তর কোরিয়া। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আগের থেকে ভাল আছেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত সৌরভের স্ত্রী

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): আগের থেকে ভাল আছেন চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতার আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগের থেকে ডোনার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

তাঁর 'লিভার ফাংশন টেস্ট' করানো হবে। সেই সঙ্গে রক্ত পরীক্ষা করানো হবে। নতুন করে তাঁর দেহে আর র‍্যাশ বেরোয়নি। ফিরেছে খিদে ভাব। বমি ভাব কমেছে ডোনার। সূত্রের খবর, বাড়ি ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন ডোনা। তবে সমস্ত পরীক্ষার ফল খতিয়ে দেখার পরই এ ব্যাপারে চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নেবেন বলে খবর।

মেক্সিকোতে বন্দুকবাজের হামলা, মর্মান্তিক মৃত্যু মেয়র-সহ ১৮ জনেব

মেক্সিকো সিটি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ফের বন্দুকবাজের হামলা। এবার দক্ষিণ-পশ্চিম মেক্সিকোর সান মিগুয়েল টোটোলাপান সিটি হলে বন্দুকবাজের হামলার জেরে পরপর ১৮ জনের মৃত্যু হয়। নিহত ১৮ জনের মধ্যে সেখানকার মেয়রও রয়েছেন। সান মিগুয়াল টোটোলাপান সিটি হলে ঢুকে আচমকাই হামলা চালায় এক বন্দুকবাজ। হামলার প্রথম দফায় পরপর ৯ জনের মৃত্যু হয়। পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮-তে।

দক্ষিণ পশ্চিম মেক্সিকোর ছোট শহর সান মিগুয়েল টোটালাপনের টাউন হলে হামলা চালায় জনা কয়েক আততায়ী। গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় শহরের মেয়র, কাউন্সিল সদস্য এবং পুলিশের পদস্থ কর্তাদের। লস টাকিলারস মাফিয়া গ্যাং হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, গ্যাংস্টার রায়বেল জ্যাকব দে আলমোন্টের মৃত্যুর বদলা নিতেই এই হামলা। মেয়র কনরাডো মেন্ডোজা আলমেডার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে তাঁর দল পিআরডি। টাউন হলে হামলার আগে শহরের প্রাক্তন মেয়র তথা আলমেডার বাবা জুয়ার মেন্ডোজা অ্যাকোস্টার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে খুন করে ড্রাগ মাফিয়ারা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ক্যালিফোর্নিয়ায় অপহৃত ৪ ভারতীয় বংশোদ্ভূতের দেহ মিলল বাগানে, খতিয়ে দেখছে পুলিশ

ক্যালিফোর্নিয়া, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ক্যালিফোর্নিয়ায় অপহৃত ৮ মাসের শিশু-সহ ৪ ভারতীয় বংশোদ্ভূতের দেহ উদ্ধার করা হল। বুধবার একটি বাগান থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার পুলিশ। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, সোমবার ক্যালিফোর্নিয়ার মার্সড কাউন্টি থেকে তাঁদের অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল। মার্সড কাউন্টি শেরিফের দফতর থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, ৩৬ বছর বয়সি যশদীপ সিং, তাঁর ২৭ বছর বয়সি স্ত্রী জসলিন কউর ও তাঁদের আট মাসের শিশুকন্যাকে অপহরণ করা হয়েছে। ৩৯ বছর বয়সি আমনদীপ সিং নামে এক ব্যক্তিকেও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

তবে কী কারণে তাঁদের অপহরণ করা হল, এ বিষয়ে জানা যায়নি। মার্সড কাউন্টির শেরিফ ভার্ন ওয়ার্নকে জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ানা রোড ও হাচিনসন রোডের কাছে একটি বাগানে বুধবার সন্ধ্যায় তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাগানের এক মালি প্রথমে দেহগুলি দেখতে পান। এই ঘটনায় জেসুস ম্যানুয়েল সালগাডো নামে ৪৮ বছর বয়সি এক সন্দেহভাজনকে পাকড়াও করেছে পুলিশ।

কেরলের পালাক্কড়ে দু''টি বাসের সংঘর্ষে মৃত ৯, আহত কমপক্ষে ৩৮ জন

পালাক্কড়, ৬ অক্টোবর (হি.স.): কেরলের পালাক্কড় জেলায় দু''টি বাসের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে প্রাণ হারালেন ৯ জন। মৃত ৯ জনের মধ্যে ৫ জন পড়ুয়া। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩৮ জন। বুধবার রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ পালাক্কড় জেলার ভাদাক্কেঞ্চেরিতে একটি ট্যুরিস্ট বাসের সঙ্গে কেরল রাজ্য সড়ক পরিবহন নিগমের একটি বাসের সংঘর্ষ হয়।

ট্যুরিস্ট বাসটি এর্নাকুলাম জেলার বাসেলিওস বিদ্যানিকেতনের পড়ুয়া ও শিক্ষকদের নিয়ে উটির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ পড়ুয়া-সহ ৯ জনের। আহত ৩৮ জনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী এম বি রাজেশ জানিয়েছেন, পালাক্কড় জেলার ভাদাক্কেঞ্চেরিতে কেরল স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের (কেএসআরটিসি) বাসের সঙ্গে একটি পর্যটক বাসের সংঘর্ষে ৯ জনের মৃত্যু এবং ৩৮ জন আহত হয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময় যমুনা নদীতে তলিয়ে গেলেন দুই যুবক, নিখোঁজ এক নাবালক

আগ্রা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময় বিপর্যয় উত্তর প্রদেশের আগ্রায়। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময় যমুনা নদীতে তলিয়ে গেল এক নাবালক। নিখোঁজ আরও দুই যুবক। দশমীর সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে আগ্রায়। পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজ ১৫ বছর বয়সি নাবালক সিকান্দ্রা থানা এলাকার বাসিন্দা।

অন্য দুই নিখোঁজ যুবকের এক জনের বয়স ১৯, অপর জনের বয়স ২২। তাঁরা দু'জনেই নিউ আগ্রা থানা এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের খোঁজে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায়নি।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

রাহুলের নেতৃত্বে মাণ্ড্য থেকে শুরু ভারত জোড়ো যাত্রা, এবার পদযাত্রায় যোগ দিয়েছেন সোনিয়াও

মাণ্ড্য, ৬ অক্টোবর (হি.স.): নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কর্ণাটকের মাণ্ড্য থেকে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। বৃহস্পতিবার সকালে মাণ্ড্য জেলার বেল্লালে গ্রাম থেকে শুরু হয় পদযাত্রা, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে পদযাত্রায় হাঁটেন অসংখ্য কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। এদিন ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীও। সোনিয়ার অংশগ্রহণে নতুন করে উৎসাহ পেয়েছেন কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন টুইট করে জানানো হয়, প্রতিকূলতা যতই আসুক না কেন, আমরা ভারতকে যুক্ত করবই। কর্ণাটক কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি ডি কে শিবকুমার এদিন বলেছেন, 'বিজয়াদশমীর পর কর্ণাটকে বিজয় হবে। আমরা গর্বিত যে সোনিয়া গান্ধী কর্ণাটকের রাস্তায় হাঁটতে এসেছেন। আমরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসছি এবং বিজেপি নিজেদের দোকান বন্ধ করতে চলছে।

দিল্লির গান্ধীনগর মার্কেটের একটি দোকানে আগুন, দোতলা থেকে অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লির গান্ধীনগর মার্কেটের একটি দোকানে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে একজনের। আগুন নেভানোর পর দোতলা থেকে একটি অগ্নিদগ্ধদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতের নাম-শেহনাজ (১৯)। সেই ওই দোকানে কাজ করত, আগুন লাগার পর ভিতরে আটকে পড়লে শেহনাজের মৃত্যু হয়। বুধবার বিকেলে গান্ধীনগর মার্কেটের একটি দোকানে আগুন লাগে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৩০টি ইঞ্জিন। দিল্লি দমকলের ডেপুটি চিফ দমকল অফিসার এস কে দুয়া জানিয়েছেন, বুধবার বিকেল ৫.৩৬ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পায় দমকল, দমকলের মোট ৩০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু, অগ্নিকাণ্ডে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি দমকলের এডিও সুমিত কুমার জানিয়েছেন, দোতলা থেকে অগ্নিদগ্ধদেহ উদ্ধার হয়েছে। ১৯ বছরের ওই যুবক দোকানে কাজ করত।

নিউজিল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, ভিসা ইস্যু-সহ নানা বিষয়ে মতবিনিময়

অকল্যান্ড, ৬ অক্টোবর (হি.স.): নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে সে দেশের বিদেশমন্ত্রী নানাইয়া মাহুতার সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বৈঠককে ফলপ্রসূ আখ্যা দিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। বৈঠকে ভিসা ইস্যু-সহ নানা বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন ভারত ও নিউজিল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বৃহস্পতিবার সকাল ৮.০৮ মিনিট নাগাদ টুইট করে জানিয়েছেন, নিউজিল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছেন। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল দু''টি সমাজ আরও সমসাময়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছে।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এদিন একাধিক টুইট করে আরও জানিয়েছেন, ইন্দো-প্যাসিফিক এবং ইউক্রেন সংঘাতের মতো আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়ে মতামত বিনিময় হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কমনওয়েলথ-সহ বহুপাক্ষিক ফোরামে আমাদের একসঙ্গে করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এস জয়শঙ্কর টুইটে জানিয়েছেন, কোভিডের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় ছাত্রদের ইস্যুটি উত্থাপন করা হয়েছে। যারা এখন নিউজিল্যান্ডে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক তাঁদের দ্রুত ভিসা প্রক্রিয়াকরণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

হড়পা বানকাণ্ডে শোকপ্রকাশ দিলীপ-সুকান্ত-র

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি স)। প্রতিমা বিসর্জনের সময় হঠাৎই জলপাইগুড়ির মালবাজারের মাল নদীতে হড়পা বান। জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ আরও অনেকে। আশঙ্কা, আরও বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা। এই ঘটনার পর শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

ফেসবুক পোস্ট করে দিলীপ ঘোষ বলেন, "দেবীর গমনের দিন বিষাদের পরিবেশ। জলপাইগুড়ির মালবাজারের মাল নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় হড়পা বানে নিখোঁজ প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন। উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছেন বিজেপি কার্যকর্তারাও। মৃতদের আত্মার সদগতি কামনা করি ও হতভাগ্য পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। মা মহামায়ার কাছে প্রার্থনা করি, বাকিরা যেনও সুস্থ ও অক্ষত থাকেন।" পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, সাধারণ মানুষের পাশে থেকে উদ্বারকার্যে বিজেপি কার্যকর্তাও এগিয়ে এসেছেন। মৃতদের আত্মাদের সদগতি কামনা করি, মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি বাকিরা যেনও সুস্থ থাকেন।"

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

আনারস খাওয়ার কি উপকারিতা

মৌসুমী ফল আনারস। অসংখ্য গুণে গুনান্বিত এই ফলটি। প্রতিবছরের এই সময়টায় বাজারে ভরে যায় ছোট-বড় আনারসে। এই ফল যেমন শরীরে জলের চাহিদা মেটায়, তেমনি বাড়তি পুষ্টিগুণ পেতে কোন জুড়ি নেই। মোটামুটি দেশের বিভিন্ন জেলাতে চাষ হয় আনারস। গ্রীস্মের সময় খুবই জনাপ্রিয় একটা ফল হিসেবে পরিচিত আমাদের দেশে। ভিটামিন সি থাকার কারণে আনারস সর্দি, কাশির উপশম হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। চলুন জেনে নেই আনারসের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে।

করতে সাহায্য করে। বদহজম বা হজমজনিত যেকোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন এটা খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হাড় গঠনে সাহায্য করে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে আনারসে। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাঙ্গনিজ হাড়কে করে তোলে মজবুত।প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যা জনিত যেকোন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষায় আনারসের রয়েছে প্রচুর পরিমানের

রক্ত জমাটে বাধা দেয়
এই ফল দেহের রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে শিরা ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত যেতে পারে। হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃদপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে।

চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় অনেক গবেষণায় দেখা যায়, আনারসের ম্যাকুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। আমাদের চোখের রোটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায় এই রোগটির কারণে। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন তাই এটি প্রতিদিন খেলে চোখের রোগ হওয়ার সম্ভবনা ৩০ শতাংশ কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের চোখ।

হজমশক্তি বাড়ায় আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকর আনরস। এতে রয়েছে ব্রোমেলিন, যা আমাদের হজমশক্তিকে উন্নত

ক্যালসিয়াম যা দাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ন রাখে। মাড়ির যে কোন সমস্যা সমাধান করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন আনারস খেলে দাতে জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দাত ঠিক থাকে।

পুষ্টির অভার দূর করে পুষ্টির বড় একটি উতস আনারস। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এসব উপাদান।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে শুনতে অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ আনারসে প্রচুর ফাইবার এবং অনেক কম ফ্যাট রয়েছে। কাচা আনারস বা সালাদ হিসেবে এর ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। লিভার ও অন্ত্র ব্রমেলিন অ্যান্টি প্যারিসটিক। আনারস নিয়মিত খেলে লিভার ও অন্ত্রের উপকার হয়।

ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা

দধি বা দই প্রস্তুত করা হয় ব্যাক্টেরিয়ার গাঁজন হতে। এটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে পরিচিত। এক গবেষণায় দেখা গেছে, দইয়ে উপস্থিত ল্যাকটোব্যাসিলাস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস থ্রেমোফিলাস নামক দুটি ব্যাকটেরিয়া রোধ করে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে।

আর পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, এটি হাড়ের রোগ নিয়ন্ত্রণেও কায্যকরী ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ”ডি” থাকায়। প্রায় চার হাজার বছর ধরে প্রস্তুত হচ্ছে দই।

গবেষণায় বলছে, দইয়ে আছে রিবোফ্লভিন, পাইরডক্সিন, কোবালামিন ও ভিটামিন ডি। আর খনিজ উপাদানের মধ্যে রয়েছে জিংক, পিটাশিয়াম, ফসফরাস ও আয়োডিন।

বাড়িতে দুধ থেকে সরাসরি বানিয়ে খাওয়া যায় দই। এছাড়াও কোরমা, সালাদ অথবা মাংস রান্নার সুবাদে ভোজনবিলাসীর পাতে এনে দেয় ভিন্ন স্বাদ। দইয়ে রয়েছে অসংখ্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া যা সহজে হজমে সহায়তা করার পাশাপাশি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে আরো রয়েছে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ”ডি যেটি কাজ করে হাড়ের রোগ , অস্টিওপরোসিস ও আর্থারাইটিস নিয়ন্ত্রণে। এটা গ্যাস হলে এমনকি সর্দি হলে দইয়ের ঘোল পান করে মেলে উপকারিতা। কোষ্ঠকাঠিন্য , ডায়রিয়া, কোলন ক্যান্সার ও অন্ত্রের সমস্যা দূর করতে কার্যকরী দই। আর ভিটামিন ডি কাজ করে পেটের ভিতর ঘাঁ সারাতে। তবে কিডনির সমস্যায় নিয়ম মেনে খেতে হবে দই।

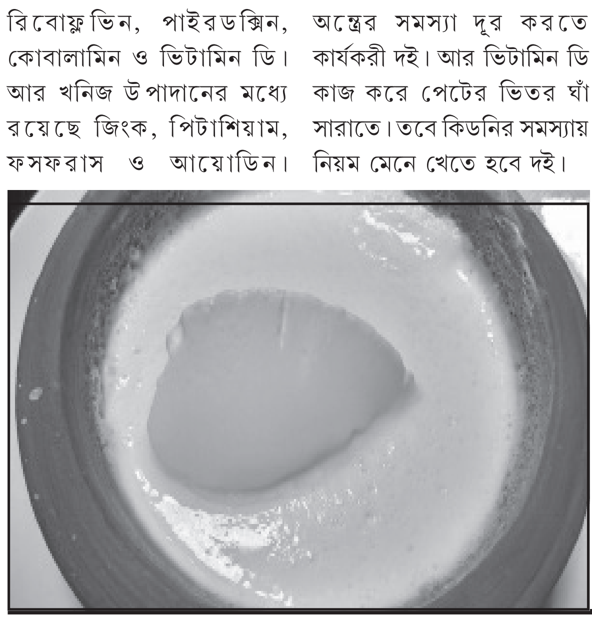

ডাবের জলের এই ৬ উপকারিতা

ঋতু বদলের এই সময়টায় রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় মানব দেহে। তাই এই সময়ে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর রাখা জরুরি। বাইরে বের হওয়ার আগে সাথে অবশ্যই জল রাখুন। সেই সাথে মাঝেমধ্যে ডাবের জল পান করুন। কারন এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উপকারিতা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও পার্শ প্রতিক্রিয়া বিহীন একটি প্রাকৃতিক পানীয়। চলুন জেনে নেই এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে।

কিডনির সুরক্ষায়ডাবের জলের অসাধারণ স্বাস্থ্যোপকারিতাগুলোর একটা হলো কিডনিতে পাথর জমতে বাঁধা দেওয়া। স্ফটিকজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাবের জল কিডনি থেকে এই স্ফটিকজাতীয় পদার্থ মূত্রত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দিতে যথেষ্ট কার্যকর ভুমিকা রাখে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডাবের জল। ফলে হৃদঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এছাড়া ডাবের জল শরীরের ভেতরে অতিরিক্ত সুগার লেভেলকেও নিয়ন্ত্রয়ে আনতে ভুমিকা রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডাবের জলের মধ্যে কিছু এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ও এন্টি ভাইরাল উপাদান থাকায় এই জল ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে অনেক কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক দিন খাবারসহ অন্যান্য মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেসব ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রবেশ করে সেগুলো মারার জন্য এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়া যেতে পারে। হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বদহজম দূর ডাবের জল কাজ করে হজম সমস্যা সমাধানে। হজম শক্তি বৃদ্ধিসহ বদহজম দূর হয় ডাবের জল। ডাবের জল গ্যাসট্রিক , আলসার , কোলাইটিস , ডিসেন্টি এবং পাইলসের সমস্যা দূরীকরণেও সাহায্য করে।

ওজন কমাতে ডাবের জলের চমতকার ভুমিকা রয়েছে ওজন কমাতে। এতে কোনো চর্বি বা কোলেস্টেরল থাকে না ও এতে চিনির পরিমাণও অল্প থাকায় নিশ্চিন্তে পান করা যায় যতটুকু ইচ্ছা। এছাড়াও চর্বি ধ্বংস করতেও সাহায্য করে ডাবের জল। প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান থাকায় বাড়ন্ত শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই উপকারী এই ডাবের জল পান করতে পারেন। ডাবের জল যথেষ্ট ভুমিকা রাখে তারুণ্য ধরে রাখতে। ত্বক সুন্দর রাখতে ডাবের জল ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী। প্রায় ৯৪ শতাংশই জল থাকে একটি ডাবে। এই জল সাহায্য করে ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা সহ পুরো দেহের শিরা-উপশিরায় সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করতে। ডাবের জল বেশি পান করলে কিডনির কাজ করতে সুবিধা হয়, দেহে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বকসহ প্রতিটি অঙ্গে পৌঁছায় বিশুদ্ধ রক্ত এবং পুরো দেহ সতেজ ও শক্তিশালীহয়ে ওঠে। তবে যেকোনো খাবার নিয়মিত খাওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে শরীরের অবস্থা। প্রয়োজনে চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে এই সালাদ

স্বাস্থ্য নিয়ে বা ওজন নিয়ন্ত্রণে অনেকই এখন বেশ সচেতন। দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে ডায়েট নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য কৌশল হয়ে উঠেছে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করে বের করেছেন বিভিন্ন ধরনের ডায়েট ওজন কমাতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মেডিটেরিয়ান, কিটো ডায়েট।

অনেকেই বিভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন ডায়েট চার্টে বয়স, ওজন, শারীরিক অবস্থাভেদে। আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা, যে ডায়েট তালিকাই মেনে চলুন না কেন। তবে সালাদ হলো ডায়েট চার্টের অন্যতম খাবার। অনেকেই ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সবজির সালাদ খেয়ে থাকে। খাবারের তালিকায় পুষ্টিকর সালাদ রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা।

পুষ্টিকর সালাদ আপনার দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালরি সবকিছুর ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। অনেক পুষ্টিবিদদের মতে, সালাদ প্রতিদিন একজন মানুষের শরীরে ১৫ গ্রাম প্রোটিন ও ৫ গ্রাম ফাইবারের চাহিদা পূরণ করে।

আপনি যদি পুষ্টিকর সালাদ খেতে চান, তাহল টমেটোর সঙ্গে কিছু বাদাম ও ভিনেগার যুক্ত করতে পারেন। এ সালাদ আপনাকে ৩০ গ্রাম প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে। পাস্তার সালাদ অনেকের কাছেই বিষয়টি নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু পাস্তা দিয়ে তৈরি সালাদ আপনার ওজন হ্রাসের পাশাপাশি পুষ্টি যোগানের সহায়তা করবে। স্ট্রবেরি ও পাস্তার সমন্বয়ে তৈরি করুন সালাদ। সঙ্গে যোগ করুন অলিভ অয়েল। এ সালাদ থেকে আপনি ৪০২ ক্যালরি, ১৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৭ গ্রাম ফাইবার পেতে পারেন।

পুষ্টিগুণে ভরপুর মিষ্টিকুমড়া, গাজর ও আদার সমন্বয়ে তৈরি সালাদ। মিষ্টিকুমড়ায় রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এ তিন উপাদানের সালাদ প্রোটিন ও ফাইবারের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সালাদ মানেই যে শুধু সবজির উপস্থিতি থাকবে, এমনটা ভুল।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য মাংসের উপস্থিতি থাকা দরকার। সালাদে চিকেন কিংবা গরুর মাংস আপনার ক্যালরির ঘাটতি পূরণ করবে। প্রোটিনের চাহিদা আরো বাড়াতে চাইলে এর সঙ্গে যোগ করুন ডিম। হার্টের সুস্থতার জন্য সালাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন অলিভ অয়েল।

আবার আপনি চাইলে চিকেন ব্রেস্ট, ব্ল্যাক বিন, কর্ন, টমেটো, পেঁয়াজ একসঙ্গে করে সালাদ বানিয়েও খেতে পারেন। এই সালাদ আপনাকে ৩০০ ক্যালরি ও ৩৪ গ্রাম প্রোটিন সরবরাহ করবে। চিকেন দিয়ে আরেক ধরনের সালাদ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন চিকেন ব্রেস্ট, টমেটো, শসা ও পেঁয়াজের মিশ্রণে তৈরি করুন। এর সঙ্গে অবশ্যই পিপার যোগ করতে যেন ভুলবেন না। পিপারের কারণে সালাদটি খেতে সুস্বাদু লাগবে।

আমরা অনেকেই চিংড়ি খেতে পছন্দ করি। আর চিংড়ি দিয়ে তৈরি সালাদ কিন্তু খেতে দারুণ। এ সালাদ তৈরির আগে অবশ্যই চিংড়ি সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর লবণের স্বাদ আনতে পনির আর মিষ্টিভাব আনতে একটুখানি যোগ করতে পারেন কমলা। এ সালাদ আপনাকে শক্তি জোগাতে সাহায্য করবে। যারা এখনো এসব সালাদের কথা জানেন না, তারা আজ থেকেই ডায়েট চার্টে যুক্ত করতে পারেন ভিন্নধর্মী উপাদানে এসব সালাদ। হাতের নাগালেই আপনি এসব উপাদান পেয়ে যাবেন।

পুরো শুটিং শেষ করে ছবির নাম জানাবেন পরিচালক

নতুন ছবিতে কাজ করতে যাচ্ছেন জাকিয়া বারী মম। ছবির নাম এখনো ঠিক হয়নি। ৪ অক্টোবর থেকে যশোরের অভয় নগর থানার সিদ্ধি পাশা ইউনিয়নের বিভিন্ন লোকেশনে শুটিং শুরু হয়েছে ছবিটির। তাঁর অংশের কাজ শুরু হবে ১০ অক্টোবর।

মম বলেন, 'শুনেছি, পুরো শুটিং শেষ করে পরিচালক ছবিটির নাম জানাবেন। ছবিতে আমার চরিত্রের নাম নাবিরা। গ্রামের একটি আর্ট স্কুলের শিক্ষিকা। ১০ অক্টোবর থেকে আমার অংশের শুটিং শুরু হবে।'

এ পর্যন্ত প্রায় এক ডজন ছবিতে অভিনয় করেছেন মম। প্রায় সব ছবিতে নায়িকা হিসেবেই দেখা গেছে তাঁকে। কিন্তু এবার সেই তকমা থেকে বেরিয়ে সিনেমায় ভিন্ন গল্পের, ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন তিনি। মম জানালেন, গ্রামীণ জনপদের ভিন্ন ধরনের গল্পের ছবি এটি, কোনো নায়ক-নায়িকা বা ভিলেনকেন্দ্রিক নয়, অভিনয়ের জায়গা আছে, তেমন একটি চরিত্র তিনি করছেন। মম বলেন, 'আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের সিনেমাগুলো নায়ক, নায়িকা ও ভিলেনভিত্তিক গল্প হয়ে থাকে। হয়তো সময়ের দাবি এটি। কিন্তু এখন বিশ্বচলচ্চিত্রের রং বদলে যাচ্ছে। গল্প ও চরিত্রের দিকে হাঁটছে ইন্ডাস্ট্রি। একজন অভিনেতা নিজেকে অভিনয় দিয়ে কতটুকু পর্দা রাঙিয়ে তুলতে পারছেন, সেটাই সিনেমার জন্য বড় বিষয়। তেমন একটি সিনেমা হবে এটি।' তিনি আরও বলেন, 'নায়ক---নায়িকা বা ভিলেনকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা থেকে দর্শকও বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। কারণ, স্মার্টফোনের কল্যাণে তাঁদের পকেটে সারা দুনিয়ার সিনেমা। যখন খুশি, তখন এসব সিনেমা দেখার সুযোগ পাচ্ছেন তাঁরা। এসব দেখে সময়ের সঙ্গে আমাদের দর্শকেরও রুচি বদলে যাচ্ছে।'

শুটিং লোকেশন থেকে ছবির পরিচালক সাইফুল ইসলাম জানান, টানা ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ছবির শুটিং চলবে। তিনি বলেন, 'টানা ছবির শুটিং শেষ করব। কারণ, ৬০-৭০ জনের ইউনিট ঢাকা থেকে এনেছি। তা ছাড়া কোনো কোনো দৃশ্যের জন্য স্থানীয় আর ২০০ থেকে ৩০০ মানুষ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। তাই বিরতি দিয়ে শুটিং করলে ঝামেলা হতে পারে।' এই ছবিতে আরও অভিনয় করছেন মিশা সওদাগর, জ্যোতিকা জ্যোতি, কনক আদিত্য, দ্বীপান্বিতা হালদার, শিল্পী সরকার, প্রাণ রায় প্রমুখ।

ঘাড় ও গলায় কালো দাগ

অনেকেরই গলায় ও ঘাড়ে কালো দাগ দেখা যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটি অ্যাকানথোসিস নিগ্রিকানস। এ দাগকে অনেকেই ময়লা ভেবে ভুল করেন। ময়লা পরিষ্কারের জন্য সাবান দিয়ে গলা ও ঘাড়ে ঘষাঘষি করেন। তবে অতিরিক্ত ঘষাঘষির কারণে ত্বকের আর্দতা কমে যায়। দাগ আরও গাঢ় হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কালো হওয়ার পাশাপাশি ত্বকের পুরুত্বও বেড়ে যায়। খসখসে মনে হয়। পরে ত্বকে ভাঁজ দেখা দেয় এবং চুলকানির সৃষ্টি হয়। অনেক সময় ত্বক জ্বলতে থাকে। কখনো কখনো ঘামে দুর্গন্ধ হয়। চল্লিশোর্ধ নারীদের ৮০ শতাংশই এ সমস্যায় ভুগতে পারেন।

কারণ মূলত ওজনাধিক্য এর কারণ। জিনগত কারণও গুরুত্বপূর্ণ। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এর একটি অন্যতম কারণ। তাই ডায়াবেটিস ও ওজনাধিক্য, উচ্চ রক্তচাপ, পিসিওএস ও হাইপারথাইরয়েডিজম থাকলে অ্যাকানথোসিস নিগ্রিকানসের প্রবণতা বেশি হয়। প্রখর রোদেও সানবার্ন হয়ে গলা ও ঘাড় কালো হতে পারে। ধাতব মোটা চেইন ব্যবহারের কারণেও গলা ও ঘাড়ের ত্বক কালো হতে পারে। নিম্নমানের ট্যালকম পাউডার, ডিওডোরেন্টস, লোশন, স্টেরয়েডযুক্ত ক্রিম ব্যবহারেও ত্বক কালো হয়। চুল রং করার রাসায়নিক উপাদান গলা ও ঘাড়ে লাগলে ধীরে ধীরে কালো দাগ হতে শুরু করে। প্রতিকার ডায়েট ও ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন কমাতে হবে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে সঠিকভাবে চিকিৎসা করা দরকার। কালো দাগ দূর করার কিছু ওষুধ রয়েছে। সতর্কতা সুগন্ধি, ডিওডোরেন্টস, সস্তা লোশন ও স্টেরয়েড ক্রিম ব্যবহার বাদ দিন। প্রাকৃতিক চুলের রং ব্যবহার করুন। যদি প্রখর রোদে যান ও সানবার্ন হয়, তাহলে ১ চামচ হলুদ ও ২ চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে গলা ও ঘাড়ে আধঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। রোদে যাওয়ার সময় বন্ধ গলার শার্ট, কুর্তা বা কামিজ পরুন। বেরোনোর আগে পিএসএফ ৫০ৃ মানের সানস্ক্রিন লাগাতে পারেন। সব সময় গলায় ভারী গয়না পরে না থাকা ভালো। গলা পরিষ্কার করার সময় বেশি ঘষা উচিত নয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এই ৪টি যোগব্যায়াম

বিশ্বজুড়ে নানামুখী গবেষণায় দেখা গেছে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে যোগব্যায়াম। দেহ ও মনের প্রশান্তির জন্য যোগব্যায়াম অতুলনীয় ভুমিকা রাখে। আজকে জানাবো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চারটি যোগব্যায়ামের কথা। সেতুবন্ধ আসন যোগব্যায়ামের এই আসনটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে। প্রথমে শুয়ে পড়ুন। এবার আস্তে আস্তে পা ভাঁজ করে নিন। খেয়াল রাখতে হবে আপনার হাঁটু এবং গোড়ালি যেন একই রেখা বরাবর থাকে। হাত দুটো দুপাশে নিচের দিকে মুখ করে রাখুন। এবারে আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে আপনার পিঠ উপরে তুলতে থাকুন। সেই সাথে হাত দুটি দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। এসময় আপনার পুরো শরীরের ওজন থাকবে আপনার কাঁধ, বাহু এবং পায়ের ওপর। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে পিঠ আস্তে আস্তে নামিয়ে আনুন। এভাবে ৩ থেকে ৪ বার করুন। ধনুরাসন প্রথমে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার হাত দুদিকে উপরমুখি করে শরীরের দুপাশে রাখুন। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার হাঁটু বাঁকিয়ে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। হাত পেছনের দিকে নিয়ে এবার গোড়ালি শক্ত করে চেপে ধরুন। এসময় দুই হাঁটুর মাঝে অবশ্যই ফাঁক রাখবেন।

এবার শ্বাস নিতে নিতে গোড়ালি দুটোকে নিতম্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং একই সাথে উরুও ফ্লোর থেকে উপরের দিকে উঠে যাবে। এসময় শোলডার ব্লেড পেছন দিকে চলে যাবে এবং বুক মাটি থেকে একটু উপরে উঠবে। এসময় শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেকেন্ড পরে আস্তে আস্তে আসন ছেড়ে দিন। এভাবে ৩ বার করুন। একবারে ছবির মতন হবে, আস্তে আস্তে আসনে আসার চেষ্টা করতে হবে। ভুজঙ্গাসন এ আসনটি শ্বেত রক্ত কণিকার নিঃসরণ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এমনভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন যাতে আপনার কপাল মাটি ছুয়ে থাকে। হাত ভাঁজ করে কাঁধ বরাবর আনুন। হাতের তালু নিচের দিকে রেখে হাত দুটোকে কাধের নিচে রাখুন। এবার শ্বাস নিতে নিতে আপনার হাত সোজা অবস্থায় নিয়ে আসুন যাতে আপনার বুক উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে উপরের দিকে তুলতে থাকুন (নাভি পর্যন্ত) যতক্ষণ না আপনার শরীরের উপরের অংশে একটা কার্ভ তৈরি হচ্ছে। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপরে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। উস্ত্রাসন এই ব্যায়ামটি করার সময় নিচে নরম কাপড় দিয়ে নেবেন। প্রথমে হাঁটু ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর দাঁড়ান। শরীরের দুপাশে হাত রাখুন। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে প্রথমে এক হাত পরে দুই হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে বুক এবং পেট প্রসারিত করতে হবে। এসময় শরীরের ওজন হাত ও পায়ের ওপর থাকবে। এইভাবে ৩০ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারেন। তারপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

মালবাজারে হড়পা বানে মৃত্যু বেড়ে ৮; নিখোঁজ অনেকে, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

জলপাইগুড়ি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজারের মাল নদীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময় হঠাৎ হড়পা বানে ভেসে প্রাণ হারালেন ৮ জন। বুধবার দশমীর সন্ধ্যায় মাল নদীতে আচমকা হড়পা বানে ভেসে যান বহু মানুষ। এখনও বেশ কয়েক জন নিখোঁজ রয়েছেন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা জানিয়েছেন, হড়পা বানে এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলছে উদ্ধারকাজ। মৃতদের মধ্যে এক নাবালিকা এবং এক শিশুও রয়েছে। রয়েছেন ৭২ বছরের এক বৃদ্ধ। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রশাসনের তরফে মৃত ব্যক্তিদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে রয়েছে তপন অধিকারী (৭২), ঊর্মি সাহা (১৩), রুমুর সাহা (৪২)। অংশ পণ্ডিত (৮), বিভা দেবী (২৮), শুভাশিস রাহা (৬৩), স্বর্ণদেবী অধিকারী (২০) এবং সুস্মিতা পোদ্দার (২২)।

প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নতুন করে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। সকাল থেকেই মালবাজারে ভারী বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি একটু থামতেই নতুন করে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় ১৬ জনকে মালবাজারের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আট জন মহিলা। বিপর্যয় প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার বলেছেন, "রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ হড়পা বান নেমেছিল। তার জেরে কয়েক জন ভেসে যান। কয়েক জন নদীর মাঝে একটা চরে আশ্রয় নেন। যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের সকলকে উদ্ধার করা হয়েছে।"

বুধবার রাত তখন সাড়ে ৮টা। মালবাজার এলাকায় মাল নদীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নদীর ধারে উপস্থিত হয়েছিলেন বহু মানুষ। বিসর্জনের জন্য প্রতিমা নিয়ে আসা হয়েছিল ট্রাকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ১০টিরও বেশি ট্রাকে চড়ে মানুষ এসেছিলেন বিভিন্ন প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায়। প্রতিমা নিরঞ্জন যখন পুরোদমে চলছে তখন আচমকা ধেয়ে আসে হড়পা বান। সে দিকে খেয়াল ছিল না কারও। তার জেরে নদীতে যাঁরা নেমেছিলেন তাঁদের অনেকেই স্রোতের টানে ভেসে যান। ট্রাকও স্রোতের টানে ভেসে যায়। মাল নদীর মাঝে একটি চর রয়েছে। সেই চরে উঠে প্রাণ বাঁচান অনেকে।

এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটে তিনি লিখেছেন, "জলপাইগুড়িতে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি ক্ষুব্ধ। এই দুর্ঘটনায় যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি।"

বিজয়া দশমীতে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য বিপাকে উদিত রাজ; নোটিশ মহিলা কমিশনের, তোপ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য আরও বিপাকে পড়লেন কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ। রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অনভিপ্রেত মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস নেতাকে নোটিশ পাঠিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। তাঁকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি কংগ্রেস নেতা উদিত রাজের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপিও।

বুধবার টুইট করে কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ লিখেছেন, 'দ্রৌপদী মুর্মুজির মতো রাষ্ট্রপতি কোনও দেশেরই পাওয়া উচিত নয়। চামচাগিরিরও সীমা আছে। বলা হচ্ছে ৭০ু মানুষ গুজরাটের লবণ খান। নিজে নুন খেয়ে জীবন যাপন করলেই বুঝবেন।' উদিত রাজের এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বৃহস্পতিবার টুইট করে লিখেছেন, রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস নেতা উদিত রাজের ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাঁকে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে।

এদিন উদিত রাজের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপিও। বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র ক্ষোভপ্রকাশ করে এদিন জানিয়েছেন, কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ রাষ্ট্রপতির সম্পর্কে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা উদ্বেগজনক, দুর্ভাগ্যজনক। এই প্রথমবার তাঁরা এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করেনি। কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরীও তা করেছেন। এটি তাদের উপজাতি বিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটায়।

দশমীতেই পর পর দুর্ঘটনায় পাঁচ তরুণের মৃত্যু পুরুলিয়ায়

পুরুলিয়া, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্গাপুজোর দশমীর রাতে পুরুলিয়ায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনটি পৃথক বাইক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের প্রত্যেকেই তরুণ এবং তাঁদের বয়স ১৯ থেকে ২৯-র মধ্যে।

বুধবার রাতে প্রথম ঘটনাটি ঘটে ৩২ নম্বর জাতীয় সড়কের পুরুলিয়া টাটা রোডে। বলরামপুর থানা এলাকার মালতি গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণহীন একটি বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে লরির। এতে দুই বাইক আরোহী গুরুতর জখম হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে এলাকার বাঁশগড় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁদের দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম কৃষ্ণ গরাই এবং শম্ভুনাথ গরাই। দু'জনেরই বাড়ি ঝাড়খণ্ডের নিমডি থানা এলাকায়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বুধবার গভীর রাতে। পুরুলিয়ার মানবাজার থানা এলাকায় জবলা বাঁধের কাছে বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি স্তম্ভে গিয়ে ধাক্কা মারে একটি দ্রুতগতি বাইক। ওই ঘটনাতেও দুই বাইকারোহী গুরুতর জখম হন। পরে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে জানান। এই ঘটনাটিতে মৃতদের মনোজিৎ মাহাতো এবং পার্থ বাউড়ি। মনোজিতের বয়স ২৮, বাড়ি ধবারডি গ্রামে। পার্থ বান্দাগল গ্রামের বাসিন্দা। তার বয়স ১৯। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়া থেকে বরাকরগামী রাজ্য সড়কে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বাইকারোহীর মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের বয়স ২৫। নাম অনন্ত মাহাতো। তিনি পুরুলিয়ার ডুমডুমি গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ তিনটি ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

বাড়ি থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ, দিল্লিতে এসআই-এর আত্মহত্যায় রহস্য

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লি পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টরের আত্মহত্যার ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। ৫৮ বছর বয়সী ওই পুলিশ কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর বাড়ি থেকে। পুলিশ ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। দিল্লির পঞ্জাবি বাগ এলাকায় বাড়ি ওই পুলিশ কর্মীর। মৃতের নাম-বেন্নি (৫৮)। পঞ্জাবি বাগের পুলিশ কলোনির বাড়িতে থাকতেন তিনি। আউটারে ডিস্ট্রিক্টে পোস্টিং ছিল তাঁর। দিল্লি পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, বুধবার রাত ৮.৫০ মিনিট নাগাদ খবর পাওয়া যায়, বেন্নি নামে একজন সাব-ইন্সপেক্টর আত্মঘাতী হয়েছেন। বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কী কারণে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বললেন মাহুতা, ব্যবসায়িক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে আহ্বান জয়শঙ্করের

অকল্যান্ড, ৬ অক্টোবর (হি.স.): নিউজিল্যান্ডের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হল ভারত। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন নিউজিল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী নানিয়া মাহুতা। বৃহস্পতিবার অকল্যান্ডে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করেন ভারত ও নিউজিল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী। এই সাংবাদিক সম্মেলন ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, কোভিডের সময় ভারতে ফিরে যেতে হয়েছিল, এমন ছাত্রদের জন্য আমি মন্ত্রীর বিবেচনা চেয়েছি। সামগ্রিক।পরিস্থিতি ন্যায্যতার সঙ্গে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছি।

নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড চুক্তি সম্পর্কে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, সম্ভবত এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক সুযোগগুলি অনুসরণ করার সর্বোত্তম উপায় হল আরও ব্যবসায়িক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা।

বিহারে বাঘের হানায় বালিকার মৃত্যু, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

বগহা (পশ্চিম চম্পারণ, বিহার), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : ঘুমন্ত বালিকাকে তুলে নিয়ে গেল বাঘ। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলার সিংহি গ্রামে। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, ১২ বছরের মেয়েটির নাম বাগদি। তার বাবার নাম রমাকান্ত মাঞ্ঝি। তিনি জানিয়েছেন, বুধবার রাত ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। বাঘে তাঁর মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবারের অন্য সদস্যরা বিষয়টি বুঝতে পারে। তাঁরা হইচই করলে বাড়ির অদূরে বাগদির দেহ ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় বাঘটি। বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলাতেই রয়েছে বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট । বাঘটি সেখান থেকেই এসেছিল বলে অনুমান করছে প্রশাসন । তবে এই প্রথম নয়, গত এক মাসে এই নিয়ে তিনটি এই ধরনের ঘটনা ঘটল । ফলে বিষয়টি প্রশাসনের কাছে ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। স্থানীয়দের দাবি, বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভের মধ্যে যে গ্রামগুলি রয়েছে, সেই গ্রামের অন্তত সাতজন গত পাঁচ মাসে বাঘের হানার মুখে পড়েছেন । এর আগে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে । বাগদির ঘটনায় সব মিলিয়ে ছ'জনের মৃত্যু হল। বন দফতরের দাবি, তারা মানুষখেকো ওই বাঘটিকে ধরার চেষ্টা করছে গত কয়েকমাস ধরেই । কিন্তু এখনও সেটিকে চিহ্নিত করা যায়নি । কারণ বাঘটি ক্রমাগত জায়গা বদল করছে । বাঘটির সন্ধানে জঙ্গলে তল্লাশি চালাচ্ছেন অন্তত ১৫০ জন বনকর্মী । গুলি চালাতে দক্ষ কর্মীদের পটনা ও হায়দরাবাদ থেকে নিয়ে এসেছে বন বিভাগ । ফাঁদও পাতা হয়েছে একাধিক জায়গায় । তার পরও কাজ হয়নি।

রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে নিয়ে কংগ্রেস নেত্রীর আপত্তিকর বক্তব্য, নোটিশ জারি মহিলা কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে কংগ্রেস নেতা উদিত রাজের আপত্তিকর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা কমিশন উদিত রাজকে ক্ষমা চাইতে বলে নোটিশ জারি করল। বৃহস্পতিবার কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা টুইট করে উদিত রাজের বক্তব্যকে আপত্তিকর বলেছেন। তিনি বলেন, দেশের প্রথম মহিলা কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে সেই পর্যায়ে পৌঁছেছেন। উদিত রাজের বিরুদ্ধে করা এই আপত্তিকর বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ বুধবার টুইট করেছেন, 'কোনও দেশের দ্রৌপদী মুর্মুজির মত রাষ্ট্রপতি পাওয়া উচিত নয়। চামচাগিরিরও সীমা আছে। বলা হয়েছে, গুজরাটের ৭০ শতাংশ মানুষ লবণ খায়। নিজে লবণ খেয়ে জীবন যাপন করলে বুঝবেন।

কেরলের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন লোকসভার স্পিকার

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা কেরলের পালাক্কাদে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্রসহ অনেকের মৃত্যুর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

বৃহস্পতিবার বিড়লা টুইটারে লিখেছেন, "কেরলের পালাক্কাদে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীসহ বহু মানুষের মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। ঈশ্বর বিদেহী আত্মার শান্তি দান করুন। শোকের এই মুহূর্তে নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।' উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার কেরলের পালাক্কাদে ভাদাক্কাঞ্চেরির কাছে জাতীয় সড়কে কেরল স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের (কেএসআরটিসি) বাসের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বহনকারী একটি পর্যটক বাসের সংঘর্ষে পাঁচ ছাত্র সহ অন্তত নয়জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

মেহনারবুঙ্গা খাদে গাড়ি উল্টে মৃত ৩, আহত ১

বাগেশ্বর, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তরখণ্ডের সিটি পুলিশ লাইন মালাটার কাছে মেহনারবুঙ্গা বাইপাসে একটি অল্টো গাড়ি খাদে পড়ে যায়। অল্টো গাড়িতে চারজন ছিল, দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যায় এবং একজন আহত হয় ।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে। গাড়ির চার আরোহী বাগেশ্বর থেকে রামলীলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে মাল্টা রোডের কাছে হঠাৎ চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং গাড়িটি প্রায় ২০০ মিটার নীচে মেহনারবুঙ্গা বাইপাসে একটি খাদে পড়ে যায়। গাড়িটি খাদে পড়ার খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজনসহ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান শুরু করে ।দেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ইডি-র সমন পেয়েও সময় চাইলেন শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ইডি-র সমন পেয়েও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে সময় চাইলেন কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার। যদিও, সেই আর্জি প্রত্যাখ্যান করেছে প্রবর্তন নির্দেশালয়। ইয়ং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডে আর্থিক কনন্টিবিউশন সম্পর্কিত তদন্তের জন্য সমন জারি করেছে প্রবর্তন নির্দেশালয় (ইডি)। এই মামলায় সমন পাঠানো হয়েছে কর্ণাটক কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি ডি কে শিবকুমারকে। শুধুমাত্র ডি কে শিবকুমার নন, তাঁর ভাই কংগ্রেস সাংসদ ডি কে সুরেশকেও সমন পাঠানো হয়েছে। ডি কে শিবকুমার ও তাঁর ভাই ডি কে সুরেশকে আগামী ৭ অক্টোবর হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এদিন ভারত জোড়ো যাত্রা চলাকালীন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডি কে শিবকুমার বলেছেন, আমি ইডি-র সামনে হাজির হওয়ার জন্য সময় চেয়েছিলাম যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আমি আমার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং তারপর ঠিক করব।

হাতির সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু

মেদিনীনগর, ৬ অক্টোবর (হি.স.) :ঝাড়খণ্ডের বেতলা জাতীয় উদ্যানের মণ্ডলের কোয়েল নদী থেকে উদ্ধার করা সদ্যোজাত হাতিটির মৃত্যু হল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাতে শিশু হাতির মৃত্যু হয়। বনকর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি নবজাতক হাতিকে গত ১০ সেপ্টেম্বর মন্ডল কোয়েল নদী থেকে উদ্ধার করে বেতলা জাতীয় উদ্যানে রেখে চিকিৎসা করা হয়। তথ্য অনুযায়ী, বুধবার বিকেলে হাতির বাচ্চাটির ভাইরাল জ্বর হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, বন বিভাগের অবহেলায় হাতির সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বেতলা অঞ্চলে মনিটরিং ব্যবস্থায় অনিয়ম রয়েছে। বেতলা এলাকায় এ পর্যন্ত চালানো প্রকল্পের সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত।

মুলায়মের শারীরিক অবস্থা এখনও সঙ্কটেই, রয়েছেন জীবন রক্ষাকারী ওষুধের ওপর

গুরুগ্রাম, ৬ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির পৃষ্ঠপোষক মুলায়ম সিং যাদব এখনও সঙ্কটজনক অবস্থাতেই রয়েছেন। জীবনদায়ী ওষুধের ওপরই রয়েছেন তিনি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রাখছেন। আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মুলায়ম সিং যাদব।

বৃহস্পতিবার গুরুগ্রামের মেদান্তা হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও আইসিইউ-তে রয়েছেন মুলায়ম সিং যাদব। জীবনদায়ী ওষুধের ওপর রয়েছেন তিনি। আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছে।

মুলায়মকে দেখতে বুধবারই হাসপাতালে যান বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। বৃহস্পতিবার তেজস্বী বলেছেন, মুলায়মজির শারীরিক অবস্থায় সামান্য উন্নতি হয়েছে। অখিলেশ যাদবজির সঙ্গে দেখা করেছি, শুভকামনা জানিয়েছি।

PNIET No: 47/EE/CCD/PWD/2022-23, Dated. 29/09/2022
The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Maintenance of Government residential building during the year 2022-23 / SH: Repair / Maintenance of Type Qtr. [Type 1: 67 Nos. & Type II : 151 Nos) at Kunjaban Township Qtr. complex, Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIET No: 36/DNIT/EE/CCD/PWD/2022-23
Estimated Cost: Rs. 21,96,382.94 Earnest Money: Rs. 43,928.00 and Time for completion: 180 (One hundred eighty) days
Last date & time for online Bidding: 20/10/2022 upto 3:00 PM

(MANIK DEBNATH)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.
ICA-C-2485-22

The Executive Officer, Sabroom Nagar Panchayat, Sabroom, South Tripura invites **e-Tender** against Press NIeT No 04/SBM/NP/DEV/2022-23, Dated- 27-09-2022

Sl. No.	Name of the Work/ DNIT No	Estimated Cost (in Rs)	Earnest Money (in Rs)	Time for completion
1	DNIeT No: 59/SBM/ NP/DEV/2022-23	Rs. 51,51,850.00	Rs. 1,03,037.00	365 (Three six five) Days

Last date of Bidding is up to **3:00 PM on 20-10-2022** and Date of Opening of bid at **11:00 AM 21-10-2022.** The intending bidders and other bidders can access through visit: **https://tripuratenders.gov.in**. For any enquiry, please contact by e-mail to **sabroomnagarpanchayat@gmail.com**

Sd/- Illegible
Executive Officer
Sabroom Nagar Panchayat
Sabroom, South Tripura
ICA-C-2491/22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/07/2022-23 Dated: 28.09.2022
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the Govemor of Tripura percentage rale e-lender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING
1	25/EE-IED/AMB/2022-23	₹ 5,45,803.00	₹ 10,916.00	Upto 17.00 Hrs. on 21/10/2022
2	26/EE-IED/AMB/2022-23	₹ 16,01,350.00	₹ 32,027.00	
3	ACE/Project Unit/ PWD Buildings/Elect/DNIT/65/2022-23	₹ 28,56,774.00	₹ 57,135.00	

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)
Exccutive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai : Tripura.
ICA-C-2494/22

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
গান্ধীঘাট, আগরতলা

নংএফ.৭৬(৩৭-আইসিএ/২০২২/কাল/ তারিখ, আগরতলা **৫ অক্টোবর, ২০২২**

বিজ্ঞপ্তি

'মায়ের গমন' - ২০২২

মায়ের গমন অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী ক্লাব/পুজো কমিটিগুলির দিক নির্দেশনা।

➢ মায়ের গমন অনুষ্ঠানের মূল গমনপথ : **পোস্ট অফিস চৌমুহনি থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনি হয়ে দশমীঘাট।**

- **রামনগর ও ভাটি অভয়নগর এলাকার ক্লাবগুলি :**- কের চৌমুহনি - ফায়ার বিগ্রেড . আইজিএম চৌমুহনি - আরএমএস চৌমুহনি - পোস্ট অফিস চৌমুহনি হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনির দিকে যাবে।
- **কৃষ্ণনগর, কর্ণেল চৌমুহনি ও হারাধন সংঘ এলাকার ক্লাবগুলি :**- কর্ণেল চৌমুহনি - বিদুরকর্তা - দৈনিক সংবাদ-আরএমএস চৌমুহনি - পোস্ট অফিস চৌমুহনি হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনির দিকে যাবে।
- **কুঞ্জবন, রাধানগর ও ভি আই পি রোড এলাকার ক্লাবগুলি :**- বোধজং চৌমুহনি - মহিলা কলেজ - লক্ষীনারায়ন বাড়ী রোড - তুলসীবতি - কামান চৌমুহনি - পোস্ট অফিস চৌমুহনি হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনির দিকে যাবে।
- **উজান অভয়নগর, বনমালিপুর ও ধলেশ্বর এলাকার ক্লাবগুলি :**- লালবাহাদুর - গনরাজ চৌমুহনি - লক্ষীনারায়ন বাড়ী রোড - তুলসীবতি - কামান চৌমুহনি - পোস্ট অফিস চৌমুহনি হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনির দিকে যাবে।
- **কল্যানি, মঠ চৌমুহনি, শিবনগর ও চিত্তরঞ্জন এলাকার ক্লাবগুলি :**- মঠ চৌমুহনি - মোটরস্ট্যান্ড - কামান চৌমুহনি পোস্ট অফিস চৌমুহনি হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনির দিকে যাবে।
- **জগহরিমুড়া, মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকার ক্লাবগুলি :**- সি আর রোড - মোটস্ট্যান্ড - কামান চৌমুহনি পোস্ট অফিস চৌমুহনি হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনির দিকে যাবে।
- **জয়নগর, মেলারমাঠ এলাকার ক্লাবগুলি :**- ফায়ার বিগ্রেড - আইজিএম চৌমুহনি - আরএমএস চৌমুহনি - পোস্ট অফিস চৌমুহনি হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনির দিকে যাবে।
- **শহর দক্ষিন অঞ্চলের ক্লাবগুলি :**- বটতলা - ফায়ার বিগ্রেড- আইজিএম চৌমুহনি - আরএমএস চৌমুহনি - পোস্ট অফিস চৌমুহনি হয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনির দিকে যাবে।

উপরে উল্লেখিত দিক নির্দেশনা পথ ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে নির্ধারন করা হয়েছে।

অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
ICA-D-1137-22

শারদোৎসব শেষ হতে না হতেই দেবী লক্ষ্মীর পূজায় তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ অক্টোবর।। শারদীয়া দুর্গোৎসবের বিজয় দশমীর রেশ কাটতে না কাটতেই বাঙালীর ঘরে ঘরে পূজিত হবেন ধনের আরাধ্য দেবী অথ্যাৎ লক্ষী মা। তাই তো সবারই ঘরে ঘরে ধনি,মধ্যবিত্ত,দরিদ্রতম লোকের কোজাগরি দেবী লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠান টি আগামী শনিবার ভোর থেকে রবিবার রাত ২.২৬ মিনিট পর্যন্ত ঝলসানো ফকফকা পূর্নিতে পূজার জন্য জোড় প্রস্তুতি। তারই অঙ্গ হিসাবে বক্সনগর বাজারে এবং থানা চৌমহনী এলাকায় প্রচুর পরিমানে লক্ষী প্রতিমা নিয়ে হাজির মূর্তি বিক্রেতারা।মানিক্য নগর এবং মেলাঘরের দুজন প্রতিমা বিক্রেতা দুলাল পাল, স্বপন পালের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাত কারে জানা যায় -আমরা প্রতিবছরই মূর্তি নিয়ে বক্সনগর বাজারে আসি এবং ভালো সাড়া ও পাচ্ছি। আজ থেকে আরো তিন দিন বাকী লক্ষী পূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে প্রতিঘরে।

এই বৎসর অন্যান্য বছরের তুলনা একটু প্রতিমার দাম বেশী হবে, কাবণ হিসেবে বলেন বতর্মান বাজারে মূর্তির কাপড,থার্মোকল চুল,রঙ, কাঠাম এবং অন্যান্য সাজ সরঞ্জামের দাম অত্যাধিক। বেচা বিক্রি সবে মাএ শুরু আমাদের এখানে ১৫০ থেকে শুরু করে হাজার বারোশ পর্যন্ত দামের প্রতিমা ক্রয় করা যাবে। লক্ষী গুলো খুবই সুন্দর এবং মন মাতানো। এসো মা ল ক্ষী,বসোঘরে,দুপ দীপ, শাঙ্কহ কাসর বাজিয়ে আলোয় করে আমার ঘরে। তার ই জোড় প্রস্থুতি প্রতি ঘরে ঘরে,যেহেতু ধন্যে ধানে পুস্পেভরা,আমাদেরই বসুন্ধরা।এমন দশটি তুমি পাবে নাকো খুঁজে, সত্যিই বিচিত্র, আবেগ আর আনন্দ ময় জীবন গাঁথা আর কোজাগরি লক্ষ্মী পূজা মানেই ভোজন রশিক নানা রঙ বেরঙের অতি সুশাদু খাবারের আয়োজন। প্রতি বাড়িতেই যার যার সাধ্য মত অনেক আহার তৈরির জন্য প্রস্তুতি তুঙ্গে লক্ষ্মী পূজা বলে কথা,তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল নাড়ু,যাকে আমার লাড্ডু বলে থাকি যেমন মুড়ি ;চিড়া,ছিট খই,তিলের, নারিকেল,লুচি পায়েশ,লসনা আরো বিভিন্ন রকমের খাবারের বিপুল সম্ভার। বাজি ফটকা তো আছেই,একথায় লক্ষী পূজা আনন্দ টাই আলাদা।

জাকার্তায় জি২০ এর পার্লামেন্ট স্পিকারদের সম্মেলনে যোগ দিলেন ওম বিড়লা

জাকার্তা, ৬ অক্টোবর।। জাকার্তায় অনুষ্ঠিত জি-২০ পার্লামেন্টের স্পিকারদের (পি২০) ৮তম শীর্ষ সম্মেলনে 'কার্যকর সংসদ, প্রাণবন্ত গণতন্ত্র' থিমের উপর জি-২০ পার্লামেন্টের প্রিসাইডিং অফিসারদের সম্বোধন করে, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পুনর্ব্যক্ত করেন যে ভারত সবসময় একটি নিয়ম ভিত্তিক আন্তর্জাতিক আদেশ সমর্থন করে। এই চেতনায় ভারত বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বহুপাক্ষিকতাকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছে যাতে আমরা বিশ্বের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সমাধান খুঁজে পেতে একত্রিত হতে পারি। শ্রী বিড়লা বলেন যে ভারত এখন জি-২০-এর সভাপতিত্ব করতে চলেছে, এটি জি-২০ দেশগুলির মধ্যে বৃহত্তর সংহতি এবং সহযোগিতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে, প্রযুক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে দেখে, শ্রী বিড়লা বলেন যে ভারতের লক্ষ্য হল তরুণদের সংসদের সাথে সংযুক্ত করা এবং সেই অনুযায়ী ভারতের সংসদ তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করছে। তিনি জোর দিয়েছেন যে গণতন্ত্রের ৭৫ বছরের গৌরবময় যাত্রায়, ভারতের গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী এবং প্রাণবন্ত হয়েছে এবং আমাদের সংসদ জনগণের অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করার জন্য অবিরাম এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্ত্রী-সন্তানকে মেরে আত্মহত্যা করেছে থাইল্যান্ডের সেই আততায়ী

ব্যাঙ্কক, ৬ অক্টোবর (হি.স.): থাইল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ নং বুয়া লম্ফুতে একটি ডে-কেয়ার সেন্টারে প্রাক্তন এক পুলিশ সদস্যের এলোপাতাড়ি গুলিতে ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত ওই পুলিশ সদস্য তার স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করার পর নিজেও আত্মহত্যা করেছেন। জানা গেছে আততায়ীর ছেলেও ওই ডে-কেয়ার সেন্টারে থাকত।

বৃহস্পতিবার এলোপাথাড়ি গুলি চলল সে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় একটি প্রদেশে শিশুদের দিবা-যত্ন কেন্দ্রে। প্রাক্তন এক পুলিশ কর্মীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩৪ জন। নিহতদের মধ্যে ২২ জনই শিশু। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, থাল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব প্রদশে একটি ক্রেশে হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় জখম হয়েছেন আরও অনেকে। এই ঘটনায় জড়িত ওই পুলিশ সদস্য তার স্ত্রী ও সন্তানকে খুন করার পর নিজেও আত্মহত্যা করেছেন। জানা গেছে আততায়ীর ছেলেও ওই ডে-কেয়ার সেন্টারে থাকত।

জেলা কর্মকর্তা জিদাপা বুনসোম জানান, নিহতদের মধ্যে ২২টি শিশু রয়েছে। মাদকসংশ্লিষ্টতার কারণে ওই পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়। ডে-কেয়ার সেন্টারটিতে দুপুরের খাবার সময় ৩০টি শিশু ছিল। হামলাকারী প্রথমে ওই ডে-কেয়ার সেন্টারের পাঁচ থেকে ছয়জন কর্মীকে গুলি করেন। আশপাশের মানুষ প্রথম ভেবেছিল এটি কোনও আতশবাজি ফোটানোর ঘটনা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, উথাই সাওয়ান শহরে শিশুদের মরদেহ পড়ে আছে। তবে এই ভিডিও সত্যতা যাচাই করা যায়নি। থাইল্যান্ডের 'প্রি স্কুল চাইল্ড ডে কেয়ার সেন্টার'-এ গুলি চালায় প্রাক্তন এক পুলিশ আধিকারিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলি চালানোর পাশাপাশি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের কোপান বন্দুকবাজ। কী কারণে হামলা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হামলার ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

থাইল্যান্ডে এমন বন্দুক হামলার ঘটনা বিরল। ২০২০ সালে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে দেশটিতে এক সেনা সদস্যের গুলিতে ২৯ জন নিহত ও ৫৭ জন আহত হন।
—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এক কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার পঞ্জাব পুলিশের এআইজি

চণ্ডীগড়, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : পঞ্জাব ভিজিল্যান্স ব্যুরো দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে ২০১৬ সালের একটি দুর্নীতির মামলায় সহকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক (এআইজি) আশিস কাপুরকে গ্রেফতার করেছে।

ভিজিল্যান্স ব্যুরোর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার এআইজি আশিস কাপুরকে এক কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বর্তমানে পঞ্জাব পুলিশের পাঠানকোট ৪র্থ ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন (আইআরবি) তে কর্মরত রয়েছেন। আশিস কাপুরের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে জালিয়াতি এবং জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে, দুই মহিলাকে ত্রাণ দেওয়ার বিনিময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে পৃথক চেকের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে এক কোটি টাকা পেয়েছিলেন। এই মামলায় ডিএসপি ইন্টেলিজেন্স পবন কুমার ও এএসআই হরজিন্দর সিং-এর নামও রয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৬ সালে আশিস কাপুরকে অমৃতসরের সেন্ট্রাল জেলে জেল সুপার হিসাবে পোস্ট করা হয়েছিল। সেই সময়ে কুরুক্ষেত্র (হরিয়ানা) সেক্টর ৩০-এর বাসিন্দা পুনম রাজন নামে এক মহিলা অভিবাসন জালিয়াতি সংক্রান্ত একটি মামলায় বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন। জেলে থাকার সময়ই পুনমের সঙ্গে পরিচয় হয় আশিস কাপুরের। মহিলা দাবি করেছিলেন, জেলে থাকাকালীন আশিস কাপুর তাঁর সুযোগ নিয়ে তাঁর সাথে জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করেছিলেন। মহিলার দাবি, ধর্ষণের পর যখন তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন, তখন আশিস কাপুর তাঁকে জামিন দিয়েছিলেন যাতে কেউ সত্য জানতে না পারে।

অনিল দেশমুখের জামিনের মামলায় সিবিআই-এর কাছে জবাব তলব বিশেষ আদালতের

মুম্বই, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : একশো কোটি টাকার আর্থিক তোলাবাজি মামলায় বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)কে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য আদেশ জারি করল বিশেষ আদালত। সিবিআই-এর জবাবের পর অনিল দেশমুখের জামিনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বিশেষ আদালত। হাইকোর্টে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) মানি লন্ডারিং মামলায় জামিন পাওয়ার পর অনিল দেশমুখ মঙ্গলবার বিশেষ আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন। এই বিষয়ে শুনানির পর বিশেষ আদালত সিবিআইকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে অনিল দেশমুখের জামিনের বিষয়ে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাক্তন মুম্বই পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখর বিরুদ্ধে প্রতি মাসে ১০০ কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ করেছিলেন। সিবিআই এই মামলায় একটি অভিযোগ নথিভুক্ত করেছে এবং ইডিকে মানি লন্ডারিং কোণ থেকে বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলায় গত বছরের ২ নভেম্বর অনিল দেশমুখকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। এরপর থেকে অনিল দেশমুখকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে মুম্বাইয়ের আর্থার রোড জেলে রাখা হয়েছে। তবে এখন ইডি মামলায় জামিন মঞ্জুর হওয়ায় সিবিআই-এর দায়ের করা অপরাধের মামলায় অনিল দেশমুখের জামিন পাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়েছে।

প্রত্যাশীরা

● প্রথম পাতার পর

সম্পূর্ণ পূরণ হয়। কিন্তু ২০১৭ সাল থেকে এস টি ক্যাটাগরিতে ৮০০ উপর পোষ্ট ব্যাকলগ রয়েছে। সেই ব্যাকলগ পোষ্ট গুলি পূরণ করার দাবি জানান তারা।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এতে করে অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পরে। তাদের বক্তব্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তব্যরত নার্সের গাফিলতির কারণে চম্পার মৃত্যু হয়েছে। শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারের লোকজনদের মধ্যে।

হত্যার অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

থানায় উক্ত বিষয়টি অবগত করেন। পরবর্তী সময়ে মধুপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ইসমাইল মিয়ার মৃতদেহ মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে রাত তিনটায়। নেশামুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইসমাইল মিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়। তাদের অভিযোগ নেশা মুক্তি কেন্দ্রে ইসমাইল মিয়ার ওপর বেধড়ক মারধর করা হয়, যার ফলে মৃত্যু হয় ইসমাইল মিয়ার। বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ময়নাতদন্ত করার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিষয়টি নিয়ে যেন প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এলাকায় চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

এক প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করেন।ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক মহিলাদের সমস্ত দাবি-দাওয়া মেনে উপযুক্ত বিচার হবে বলে আশ্বাস দেন।এই দুই চোরের জবানবন্দিতে জানা যায়, মুহাম্মদ সোহেলের(২০) পিতার নাম জাহাঙ্গীর আহমেদ।বাড়ি বাংলাদেশ কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানাধীন দক্ষিণ গ্রাম এলাকায়। অপর চোর হেলাল মিয়া (২৩) পিতার নাম কবির আহমেদ। বাড়ি বাংলাদেশ কুমিল্লা জেলার শাসনকাচা বৈদ্য পাড়া এলাকায়। এই বাংলাদেশি দুই চোর পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে বলে, আমাদেরকে বাংলাদেশ থেকে এনেছে দিলীপ দাস। তার তত্ত্বাবধানে আমরা এখানে কাজ করি। তখন পুলিশ চোরের দলের সর্দার দিলীপ দাসকেও গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। তবে তাদের কাছ থেকে কিছু পাইপসহ সেনেটারী সামগ্রী পাওয়া গেছে। জানা যায় দুদিন আগে মোতালেব হোসেন নামে এক সেনিটারি ব্যবসায়ীর দোকানে চুরি হয়। পুলিশ অনুমান করছে যে, মোতালেবের দোকানের চুরি যাওয়া সরঞ্জাম হতে পারে। এ বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে । বুধবার রাতেই স্বপন সাহা ছাড়াও আরো তিনটি জায়গায় চোরের দল হানাদারি চালায়। কলসিমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুনিল দাসের বাড়িতে ঘরের দরজা ভেঙ্গে গৃহস্থালির কিছু সামগ্রী নিয়ে যায়। তারপর বক্সনগর বাজার ব্যবসায়ী দুলাল বণিকের দোকানের শাটার ভাঙ্গার চেষ্টা করে।শাটার ভাঙতে না পেরে চলে যায় বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। বক্সনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মূল গেট ভেঙ্গে এবং শ্রেণী কক্ষের দরজা ভেঙ্গে সিলিং পাখা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী নিয়ে যায়। কিছুদিন পূর্বে বক্সনগর এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গরু চুরির হিড়িক দেখা যায়। এসমস্ত চুরির ঘটনায় এলাকায় সর্বস্তরে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। তবে বুধবারের চুরির ঘটনায় সর্দার সহ তিন চোর গ্রেফতারের বিষয়ে কলমচৌড়া থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক বলেন, চুরির ঘটনা শুধু বক্সনগর নয়, ইদানিং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।বক্সনগরেও ব্যতিক্রম নয়।এ ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতা নিয়ে এলাকার সমস্ত দাগী চোরদের তালিকা তৈরি করে প্রয়াস সহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এলাকার মানুষের সহযোগিতা পেলে আগামী দিনে আরো বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক অভিমত ব্যক্ত করেন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আক্রান্তের পরিবারের লোকেরা। তারা এসে ক্লাবের সামনে পথ অবরোধ করে বসে।

এদিকে এই ঘটনার পর বিশালগড় থানার পুলিশের সহযোগিতায় আক্রান্ত মহিলাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। পরবর্তী সময় হাসপাতালে নিয়ে আসলে আক্রান্ত মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই মহিলাকে হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে। এদিকে পরবর্তী সময় ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বিশালগড় মহিলা থানায় একটি অভিযোগ জানানো হয় জয়, সোনাই সহ একদল যুবকের বিরুদ্ধে। এখন দেখার দুস্কৃতিকারীদের নাম ধাম সহ মামলা করার পর এখন পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

সুশৃঙ্খল ভাবে এই কার্নিভ্যালে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, কার্নিভ্যালের জন্য তিন বার প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। শহরের সমস্ত ক্লাব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বড় দায়িত্ব পালন করেছে ক্লাব ফোরাম।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। মঙ্গলবার ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। পরিবারের সদস্যরা জানান ১৭ বছর আগে বিয়ে হয় তাদের। পরিবারের মধ্যে ছিল ঝামেলা। তবে পিংকি রায়ের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা।

গুরুতর আহত চার

● প্রথম পাতার পর

ভরে ওঠে গ্রামের আকাশ বাতাস। পুরো গ্রামের মানুষ ছুটে আসে যাদবকে শেষবারের জন্য দেখার জন্য। দূর্গা পূজার দশমীতে যখন গোটা গ্রামে মানুষ এলাহি খাবার-দাবারে ব্যস্ত এবং মা মাসিরা সিঁদুর খেলায় ব্যস্ত সেই জায়গায় যাদবের বাড়িতে বিষাদের সুর। যাদবের মায়ের চিৎকারে গোটা গ্রাম শোকে ভারী হয়ে ওঠে। যাদবের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে পরিবার এবং এলাকাবাসী। গ্রামের মানুষের মুখে মুখে একটি কথা দশমীর দিনে খালি হয়ে গেল এক অভাগা মায়ের বুক।

এদিকে, বাড়ি ফেরার সময় দুর্গামণ্ডপের সামনে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত এক শ্রমিক। ঘটনা মঙ্গলবার সকালে মোহনপুর মহকুমার শ্যামপাড়া চলন্তিকা ক্লাব সংলগ্ন সড়কে। খবর পেয়ে ছুটে আসে পরিবারের সদস্যরা। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক তাঁর অবস্থা বেগতিক দেখে জিবিতে স্থানান্তর করে দেন। তবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অ্যাম্বুলেন্স খারাপ থাকায় অন্যগাড়ির ব্যবস্থা করে পাঠাতে কিছুতে সময় লেগে যায় বলে পরিবারের অভিযোগ। অবশেষে জিবিতে আনা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মুকেশ সিং-র। এই ঘটনায় পরিবারের নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জানা গেছে মৃত শ্রমিকের বাড়ি বিহার। কিন্তু স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করে ব্রহ্মকুন্ড এলাকায় বসবাস করত।

এছাড়া, উদয়পুর বিবেক সংঘ এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে একটি সাদা রঙের আল্টো গাড়ি ধাক্কায় আহত হয় ৬৭ বছরে এক পথ চলতি মহিলা। আহত মহিলা নাম গীতা রানী দে। বাড়ি উদয়পুর বদরমোকাম। গৃহ পরিচালিকার কাজ করে সংসার চালায় স্বামী হারা গীতা রানী দে। বৃহস্পতিবার প্রতিদিনের মতো কাজে যাবার পথে উদয়পুর বিবেক সংঘ এলাকায় মারুতি গাড়ি একটি অটো গাড়ি ধাক্কা দিয়ে রাস্তা উল্টো পাশে গীতা রানীকে ধাক্কা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা গাড়ি ধাক্কায় আহত গীতা রানীকে উদ্ধার করে উদয়পুর দমকল কর্মীদের খবর দেয়। দমকল কর্মীরা টেপানিয়া জেলা হাসাপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। আহত গীতা রানীর মাথায় এবং শরীরের অন্যান্য জায়গায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন। রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে।;

অন্যদিকে, বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক যুবক। ঘটনাটি ঘটে বিশালগড় থানার অন্তর্গত শীতলটিলা গ্রামীণ ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায়। আহত যুবকের নাম সুমন সাহা। জানা যায় বুধবার গভীর রাতে সুমন সাহা নামে এক যুবক বাইকে করে বিশালগড়ের দিকে আসছিল। ঠিক সেই সময় শীতলটিলা গ্রামীণ ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় আসতেই ওই যুবক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক দুর্ঘটনার শিকার হয়। পরবর্তী সময়ে পথ চলতে সাধারণ জনগণ খবর পাঠায় বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীদের। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটি দিয়ে আহত যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এদিকে হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রেফার করে হাপানিয়ায়।

এদিকে, পূজার দিনগুলিতে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমা এলাকায় মাত্রারিক্ত ভাবে যান দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।যার ফলে সোমবার অষ্টমীর দিনে পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের প্রাণ হারাতে হলো। জানা গেছে,মৃত যুবকের নাম শ্রীমন্ত দেব(২৬)।বাড়ি কদমতলা থানাধিন ইছাই লালছড়া এক নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনাটি ঘটে কদমতলা থানাধিন সোনারোবাসা দুর্গা মণ্ডপের পাশে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ ইছাই লাল ছড়া থেকে বাইকে করে শ্রীমন্ত দেব ধর্মনগরের দিকে আসার সময় একটি নম্বর বিহীন ইরিকশা বাইকটিকে ধাক্কা মারে আর এতে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় শ্রীমন্ত। খবর যায় ধর্মনগর দমকল অফিসে। দমকল কর্মীদের সহযোগিতায় আহত শ্রীমন্তকে উদ্ধার করে আনা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় রাত দশটা নাগাদ মৃত্যু হয় শ্রীমন্ত দেবের। রাতেই পরিবারের তরফে ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়ে মামলা করা হলেও ইরিক্সার নম্বর না থাকায় চালককে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য দূর্ঘটনা গ্রস্ত ইরিক্সা ও বাইক তাদের হেপাজতে নেয় ধর্মনগর থানার পুলিশ।সাথে একটি পথ দুর্ঘটনার মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পাশাপাশি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।গোটা ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া।

াঙ্গন

জয় অধরা ত্রিপুরার মেয়েদের পুদুচেরিতে শনিবার রাজস্থান ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। জাতীয় ক্রিকেটে লজ্জার ফলাফল ত্রিপুরার। কার্যত লড়াইয়ে পর্যুদস্ত হয়ে আত্মসমর্পন করলো বালিকা ক্রিকেটাররা। গ্রুপের প্রথম ৪ টি ম্যাচে লজ্জাজনক পরাজয়ের তেঁতো স্বাদ পেলেন অন্বেষা-রা। ৮ অক্টোবর ত্রিপুরা গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। বড় কোনও এঘটন না ঘটলে ওই ম্যাচেও পরাজিত হয়ে খালি হাতে রাজ্যে ফিরে আসার প্রহর গুনছে অন্বেষা-রা। পুদুচেরীতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৯ বালিকাদের জাতীয় ক্রিকেটে। গ্রুপে একমাত্র অরুনাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও বাকি ৩ দলের বিরুদ্ধে অসহায় আত্মসমর্পন করে ত্রিপুরা। নবাগত অরুনাচলের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও হারতে হয়েছে ২ রানে। বৃহস্পতিবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাংলার কাছে অসহায় আত্মসমর্পন করেন অনামিকা-রা। পুদুচেরির স্লিমস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাংলা জয়লাভ করে ৯ উইকেটে। ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে মাত্র ২৩ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার রিফু দেববর্মা সর্বোচ্চ ৬ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে বাংলা ২১ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। এদিকে আসরের তৃতীয় ম্যাচে শক্তিশালী মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধেও জঘন্যভাবে হারলো ত্রিপুরা। মুম্বাই জয়ী ৯০ রানে। সি এ পি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মুম্বাই টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান করে। দলের পক্ষে দলনায়িকা টুসি শাহ ৫৫ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮১ এবং সানিকা চালকে ৬৬ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭১ রান করে। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮১ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ৩১ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে অশ্মিতা নাথ ৪৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। আসরের দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা হারলো দুর্বল অরুনাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে, ২ রানের ব্যবধানে। রুচি মনোজের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের কাছেই মূলত পরাজিত হলো ত্রিপুরা। পুদুচিরীর স্লিমল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অরুনাচল প্রথমে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৯৮ রান করে। একা রুচি মনোজই দলকে টেনে নিয়ে যায়। রুচি দলের হয়ে গোড়াপত্তন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। রুচি ৬৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দলনায়িকা অন্বিষা দাস ৩২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ এবং অশ্মিতা নাথ ১৭ বল খেলে ১৪ রান সংগ্রহ করে।

টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে অস্ট্রেলিয়া রওনা দিল রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): সামনেই বিশ্বকাপ। আগামী ২৩ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলে টি-২০ বিশ্বকাপে নিজেদের অভিযান শুরু করবেন বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা'রা। তাই তে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ায় রওনা হয়েছে। ভারত ২০০৭ সালে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী সংস্করণের বিজয়ী। আগামী ২৩শে অক্টোবর ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু করবে। সুপার ১২ পর্বের আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল।

এবারে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া বেশ কয়েকজন সদস্য অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলেননি। তাই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতেও সমস্যা হতে পারে তাদের। সেই কারণে বিশ্বকাপ শুরুর বেশ কিছু দিন আগেই অজিদের দেশে চলে গেল ভারতীয় দল। বুধবার গভীর রাতে বিমানে উঠেছেন বিরাট'রা। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে নেটমাধ্যমে ছবি দিয়েছে বিসিসিআই। কালো পোশাক পরে ছবি তুলেছেন কোচ রাহুলের দ্রাবিড়ের টিম ম্যানেজমেন্ট এবং রোহিতরা।

অস্ট্রেলিয়ায় মাটিতে সূর্যকুমার যাদব-অর্শদীপ সিং'রা খেলেননি। তাই সে দেশে বাড়তি অনুশীলন ম্যাচ খেলতে পারেন তাঁরা। ১৩ অক্টোবর পার্থে অনুশীলন করতে পারে ভারতীয় দল। এই মাঠেই ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটি অনুশীলন ম্যাচ খেলতে পারে তারা। বিশ্বকাপের গ্রুপ ২-তে রয়েছে ভারত। রোহিতরা ছাড়াও এই গ্রুপে রয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে উঠে আসা দু'টি দল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার পর ভারতের বাকি ম্যাচ ২৭ অক্টোবর (যোগ্যতা অর্জনকারী), ৩০ অক্টোবর (দক্ষিণ আফ্রিকা), ২ নভেম্বর (বাংলাদেশ), ৬ নভেম্বর (যোগ্যতা অর্জনকারী)। দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ সিরিজের পরে কথা বলতে গিয়ে অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ায় বুমরাহের স্থলাভিষিক্ত কে হবেন সে বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেবে। ভারত অধিনায়ক বলেন, "স্কোয়াডের মাত্র ৭-৮ জন সদস্য অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন, তাই আমরা কয়েকটি অনুশীলন গেমের আয়োজন করেছি। আমাদের বুঝতে হবে আমরা কী সমন্বয় খেলতে পারি। বুমরাহ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েছেন, তাই আমাদের এমন একজন বোলার খুঁজে বের করতে হবে যার অস্ট্রেলিয়ায় বোলিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। নিশ্চিত নই যে সেই বোলার কে হতে চলেছে, আমরা একবার অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে দেখব, আমরা সেখানে এটি খুঁজে বের করব।" বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, টুর্নামেন্টের জন্য বুমরাহর পরিবর্তে মহম্মদ শামি বা দীপক চাহার স্কোয়াডে স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন।—হিন্দুস্থান সমাচার/

পুনেতে ভিনু মানকড় ট্রফি ত্রিপুরা - গোয়া ম্যাচ শুক্রবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। আগামীকাল থেকে অভিযান শুরু করছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ গোয়া। অনূর্ধ-১৯ ভিনু মানকড় ট্রফি ক্রিকেটে। পুনের জিমখানা স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। ওই ম্যাচে মাঠে নামার আগে দুদলই বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। এবছর ত্রিপুরার দল যথেষ্ট ব্যালান্সড। ফলে লড়াই হবে জমজমাট। তবে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার একগুয়েমি সিদ্ধান্তের জন্য মুখ খুলতে নারাজ ক্রিকেটার থেকে শুরু করে টিম ম্যানেজমেন্ট। ফলে দলের প্রস্তুতি সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায়নি। যতটুকু খবর, জিমখানার উইকেট ব্যাটিং সহায়ক। ফলে টসে জয়লাভ করলে সম্ভবত ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাটিং নেবে। এবং একজন অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান খেলানোরও পরিকল্পনা রয়েছে প্রথম একগাদশে। আসরে ত্রিপুরাকে নেতৃত্ব দেবেন অনন্দ ভৌমিক। ডেপুটি হিসাবে রয়েছেন দুর্লব রায়। গোয়া ম্যাচের পর ৮ অক্টোবর রাজস্থান, ১০ অক্টোবর মেঘালয়, ১২ অক্টোবর ওড়িশা এবং ১৪ অক্টোবর বিদর্ভ-র বিরুদ্ধে খেলবে ত্রিপুরা। রাজ্য দল: আনন্দ ভৌমিক (অধিনায়ক), দুর্লব রায় (সহ অধিনায়ক), আরমান হুসেন, নবারূন চক্রবর্তী (উইকেট রক্ষক), অরিজিৎ দেবনাথ, সপ্তজিৎ দাস, শ্রাবণ গোস্বামী, দ্বীপজয় দেব (উইকেট রক্ষক), অর্কজিৎ দাস, দীপ্তনু চক্রবর্তী,, অর্কদ্যোতি দেব, দেবরাজ দে, দীপায়ন দাস, আব্দুল কালাম এবং রাজদীপ দত্ত। স্ট্যান্ডবাই: প্রিন্স মিত্র, প্রীতম দাস, রিব্রজিৎ দাস, করণ দে, তথাগত চক্রবর্তী। চিফ কোচ: গৌতম সোম, সহকারি কোচ: সুবল চৌধুরি, অনুপম দে, ফিজিও: রাজন চৌধুরি, ট্রেণার: উত্তম দে।

দিল্লিতে এস.এম কাপ ফুটবল কো: ফাইনালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। শেষ আটে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল খেলবে ঝাড়খন্ডের বিরুদ্ধে। ৯ অক্টোবর হবে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচটি। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৭ বালকদের সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবলে। 'বি' গ্রুপে অপ্রতিরোধ্য থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নেন শুভেনজিৎ সিনহার ছেলেরা। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে আই পি এস সি দলকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছিলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। দলের পক্ষে বিনোদ রিয়াং দুটি, জন জমাতিয়া এবং বীরু দেববর্মা একটি গোল করেছিলো। দ্বিতীয় ম্যাচে লাক্ষাদ্বীপ দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছিলো। স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে দুটি গোল করেছিলো কিশোর দেববর্মা। বুধবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে মহারাষ্ট্রকে কার্যত বিধ্বস্ত করে ৪-০ গোলে জয় পায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। দলের পক্ষে বিনোদ রিয়াং দুটি, জন জমাতিয়া এবং বীরু দেববর্মা একটি করে গোল করেছিলো।

গ্রুপে তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। দলীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে খুশি কোচ শুভেনজিৎ সিনহা এবং ম্যানেজার রাজেশ রায় চৌধুরি। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে ফুটবলারদের আরও ভালো খেলতে হবে মনে করেন কোচ। দিল্লি থেকে টেলিফোনে কোচ শুভেনজিৎ বলেন, 'যোগ্য দল হিসাবেই আমরা শেষ আটে পৌঁছেছি। তবে ঝাড়খন্ড যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। সেমিফাইনালের টিকিট পেতে হলে আরও অনেক ভালো খেলতে হবে আমাদের এবং প্রতিপক্ষকে হারাতেই হবে।'

শিক্ষাবিদ, ক্রীড়া সংগঠক নারায়ণ বনিক প্রয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। মারা গেলেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার আজীবন সদস্য তথা শিক্ষাবিদ ও দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক নারায়ন বনিক। বুধবার সকালে। ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে (টি এম সি)। ৮২ বছর বয়সী নারায়ন বনিক দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্য জনিত রোগে ভুগছিলেন। প্রথমে একটি বেসরকারী হাসপাতালে এবং পরে টি এম সি-তে ভর্তি করানো হয়েছিলো। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী কে। ২০০১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত রাজ্য জুডো সংস্থার সভাপতি ছিলেন। ত্রিপুরার জুডোর উন্নয়নে ওনার ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। এছাড়া তিনি ছিলেন ফরোয়ার্ড ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি। প্রতি বছরই ফরোয়ার্ড ক্লাবের ফুটবল দল গঠনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। ওনার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রাজ্য ফুটবল সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরি, ফরোয়ার্ড ক্লাবের সভাপতি কৃষ্ণকমল বনিক, সচিব পার্থ সারথি গুপ্ত, জুডো সংস্থার পক্ষ থেকে মিহির শীল, ক্রীড়াবিদ প্রণব অখণ্ড সহ অনেকেই শোক জানিয়েছেন। ওনার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি প্রত্যেকেই গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। সকলেই মনে করেন, ওনার মৃত্যুতে ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতে অভবনীয় ক্ষতি হলো।

টসে জিতে অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত

লখনউ, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : বৃষ্টির কারণে বেশ কয়েকবার বাধার পর অবশেষে শুরু হল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ। ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য এই দিবা-রাত্রির ম্যাচটি হবে ৪০-৪০ ওভারের। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান।

আফ্রিকা চার ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে মাত্র ১৪ রান করেছে। ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে এই ৪০-৪০ ওভারের ম্যাচে একজন বোলার সর্বোচ্চ আট ওভার বল করতে পারে। বর্তমানে ক্রিজে খেলছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিয়তমা মালান ও কুইন্টন।

দক্ষিণ আফ্রিকা স্কোয়াড: টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক (উইকেটরক্ষক), রেজা হেনড্রিক্স, হেনরিখ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, জানেমান মালান, এইডেন মার্করাম, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি, এনরিক নর্টজে, ওয়েন পার্নেল, অ্যান্ডিলে ফেহ্লুকোয়াইও, ডেভিড মিলার। কাগিসো প্রিটোরিয়াস রাবাদা, তাবরেজ শামসি।

ভারতীয় স্কোয়াড: শিখর ধাওয়ান (অধিনায়ক), ঋতুরাজ গায়কওয়াড়, শুভমান গিল, শ্রেয়াস আইয়ার, রজত পতিদার, রাহুল ত্রিপাঠি, ইশান কিষাণ (উইকেটরক্ষক), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), শাহবাজ আহমেদ, শার্দুল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব, রবি বিষ্ণু, রবি বিষ্ণু। মুকেশ কুমার, আবেশ খান, মহম্মদ সিরাজ, দীপক চাহার।

ত্রিদেশীয় টি-২০ সিরিজে নিউজিল্যান্ড দলে যোগ দিলেন ব্লেয়ার টিকনর

ওয়েলিংটন, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য বৃহস্পতিবার ফাস্ট বোলার ব্লেয়ার টিকনারকে দলে নিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট। স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের পরিবর্তে হিসেবে টিকনারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার ত্রিদেশীয় টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান-বাংলাদেশ। এরপর শনিবার রাতে হ্যাগলি ওভালে পাকিস্তানের বিপক্ষে অভিযান শুরু করবে নিউজিল্যান্ড।

টিকনারই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি এই মাসের শেষের দিকে অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হতে যাওয়া টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য দলের অংশ নন। নিউজিল্যান্ডের স্কোয়াডে আছে ট্রেন্ট বোল্ট, লকি ফার্গুসন, টিম সাউদি এবং অ্যাডাম মিলনে ফাস্ট বোলার, আর জেমস নিশাম এবং ড্যারিল মিচেল।

নিউজিল্যান্ড স্কোয়াড: কেন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, ট্রেন্ট বোল্ট, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে (উইকেটরক্ষক), লকি ফার্গুসন, মার্টিন গাপটিল, অ্যাডাম মিলনে, ড্যারিল মিচেল, জেমস নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, ব্লেয়ার টিকনার, টিম সাউদি।

পূর্বোত্তর দাবা আসমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। আসমের দিরাং- এ অনুষ্ঠিত হবে পূর্বোত্তর দাবা প্রতিযোগিতা। আসম দাবা সংস্থার উদ্যোগে এবং দিরাং দাবা সংস্থার সহযোগিতায়। ১৪-১৮ ডিসেম্বর হবে আসর। পূর্বোত্তরের দাবাড়ুরা অংশ নিতে পারবে আসরে। অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ইতিমধ্যেই রাজ্য দাবা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

জাতীয় গেমসে জুডোতে সাফল্যের লক্ষ্যে অশ্মিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। গুজরাট পৌঁছলেন ত্রিপুরার জুডোকাররা। জাতীয় গেমসে অংশ নিতে। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে আসর। চলবে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। তাতে জুডো ইভেন্টে ৩ সদস্যের ত্রিপুরা দল অংশ নিয়েছে। ত্রিপুরা দলে রয়েছে উদয়পুরের বিবেকানন্দ জুডো সেন্টারের নাজমা আক্তার, ভূপালের এন সি ও ই-র অশ্মিতা দে এবং অমরপুর জুডো সেন্টারের প্রফুল্ল মলশুম। দলের সঙ্গে কোচ হিসাবে গেছেন কিশোর দাস। ২ অক্টোবর সড়ক পথে রওয়ানা হয়েছিল ত্রিপুরার জুডোকাররা। অশ্মিতা ভূপাল থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছে দলের সঙ্গে। জাতীয় গেমস থেকে ইতিমধ্যে জিমন্যাস্টিক্সে পদক এসে পড়েছে ত্রিপুরার ঝুলিতে। এবার জুডো। ত্রিপুরাবাসী এখন তাঁকিয়ে থাকবে অশ্মিতার দিকে। জুডো কোচ তথা ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীলও আসর থেকে ত্রিপুরার পদক পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন, জুডোতে পদক আসবেই ত্রিপুরার ঘরে।

জাতীয় গেমসে জিমনাস্ট প্রতিষ্ঠার সাফল্যে জোড়া স্বর্ণপদক ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরাকে জোড়া স্বর্ণ পদক এনে দিলো জিমন্যাস্ট প্রতিষ্ঠা সামন্ত। ভোল্টিং টেবিল এবং ব্যালেন্সিং বিমে। গুজরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় গেমসে। সপ্তমী পূজোর দিন সকালে ভল্টিং টেবিলে পশ্চিম বাংলার প্রণতি নায়েককে (১২.৫৩৩ পয়েন্ট) পেছনে ফেলে ৩৬ তম জাতীয় গেমসে ত্রিপুরারে প্রথম স্বর্ণপদকটি এনে দেয় নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্রী প্রতিষ্ঠা (১২.৬৩৪ পয়েন্ট)। এদিন বিকেলে ব্যালেন্সিং বিমে পশ্চিম বাংলার পাপাই দাসকে (১০.৯৩৩ পয়েন্ট) পেছনে ফেলে দেশের সেরার সম্মান পায় ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠা (১১.২০০ পয়েন্ট)। প্রতিষ্ঠার সাফল্যে খুশি রাজ্যের ক্রীড়া মোদি মহল। প্রত্যেকেই অভিনন্দন জানাচ্ছেন দেশের সেরা জিমন্যাস্টকে। জাতীয় গেমসে সাফল্য তথা পদক প্রাপ্তির সুবাদে তাকে আর্থিক পুরস্কার প্রদানের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার পক্ষ থেকে যথারীতি তাকে আর্থিক পুরস্কার প্রদানও করা হয়েছে।

কিল্লা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন রাইও কামি, সেরা সুমন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। প্রত্যাশিতভাবেই চ্যাম্পিয়ন হলো রাইও কামি। উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে রাইও কামি পরাজিত করলো জয়ৈং কামি দলকে। কিল্লায় জয়ৈং কামিতে আয়োজিত প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্টে। জয়ৈং বাড়ি স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। ফাইনালে দুদলই শক্তি বাড়ালেও দুদলের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য গড়ে দেন রাইও কামি দলের গোলরক্ষক সুমন দে। কম করে দুটি অবধারিত গোল রুখে দিয়ে দলকে খেতাব জয় করাতে মূখ্য ভূমিকা নেন সুমন। কয়েক হাজার ফুটবলপ্রেমীদের উপস্থিতিতে দুদলই শুরু থেকে আক্রমনাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। বল দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে শুরু থেকেই। প্রথমার্ধে জয়ৈং কামি দলের ফুটবলাররা বেশ কয়েকটি গলো করার সুযোগ পেলেও সুমনের চওড়া হাতের সামনে আটকে যায়। শেষ পর্যন্ত রাইয়ো কামি ২-০ গোলে জয়লাভ করে। বিজয়ী দলের পক্ষে বয়ার জমাতিয়া এবং অবর্ণ হরি জমাতিয়া গোল করেন। খেলা পরিচালনা করেন রেফারি তাপস দেবনাথ। ম্যাচ শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়ার পাশাপাশি প্রাইজমানি দেওয়া হয়। সেরা খেলোয়ারদেরও পুরস্কৃত করা হয়।

জাতীয় দাবায় শ্রেয়ভীর মিশ্রফল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। জয় পরাজয়ে শ্রেয়ভী কর। জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতায়। গুজরাটে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয় আসর। প্রথম দিনে দুই রাউন্ডের খেলা হয়। এদিন সকালে মধ্যপ্রদেশের দাবাড়ু অন্বেষা চাজলানির মুখোমুখি হয়েছিলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু শ্রেয়ভী। শুরুটা ভালো করেছিলো দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্রীটি। একসময় জয়ের কাছাকাছি ছিলো। কিন্তু 'ইলিগেল' মুভ দিয়ে জেতা ম্যাচ হারতে হলো শ্রেয়ভীকে। বিকেলে দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাটের দাবাড়ু ধানবি ধারিয়া শাহএর মুখোমুখি হয়। শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলে সহজেই জয় পেয়ে যায় ম্যাচটিতে। দুই রাউন্ডের শেষে শ্রেয়ভীর পয়েন্ট ১। আগামীকাল তৃতীয় এবং চতুর্থ রাউন্ডের খেলা হবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের দীক্ষিত মহানামব্রতী অসুস্থ জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসকে অষ্টমীর সকালে বাসভবনে এসে মানপত্র ও উত্তরীয় দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সহ-সভাপতি রবীন্দ্র চন্দ্র সাহা, সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় এবং শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গন আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী।

শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে উঁচু উঁচু প্যান্ডেলে হলো দূর্গা পূজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৬ অক্টোবর।। শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে উঁচু উঁচু প্যান্ডেলে হলো দূর্গা পূজো।এমনি চিত্র দেখা গেলো উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন কদমতলা ব্লক এলাকায়।ব্লক এলাকার কদমতলা,চুরাইবাড়ি, শনিছড়া,বজেন্দ্রনগর, রানি বাড়ি, পিয়ারিছড়া ইত্যাদি গ্রামীণ এলাকায় উঁচু উঁচু প্যান্ডেলে হলো পূজো। মূলত গ্রামীণ এলাকার মানুষ স্থানীয় পূজো মন্ডপে দুপুরের মহাপ্রসাদ গ্রহন থেকে শুরু করে সন্ধ্যা আরতি ও মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠানও উপভোগ করছেন।এদিকে অষ্টমীর রাত ও নবমীর দিনে গ্রামীণ এলাকার পূজো দেখতে বের হন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। তিনি বলেন, গ্রামীণ পূজোতে ভিন্ন স্বাদের গন্ধ পাওয়া যায়। শহরের উঁচু উঁচু প্যান্ডেলের চেয়ে গ্রামীণ মন্ডপের পূজোতে পুরনো সংস্কৃতি ফুটে ওঠে। অপরদিকে,বজেন্দ্র নগর এক ক্লাব কর্মকর্তা জানান,বিগত দুটা বছর করোনার জন্য পূজোর আমেজ তেমন জমজমাট না হলেও এবছর তাদের সেরাটা তুলে ধরেছেন।তিনি জানান, শহরের সাথে পাল্লা দিয়েই কাল্পনিক রাজ প্রাসাদের আদলে তৈরি করেছেন প্যান্ডেল।গ্রামের মানুষ সানীয় এলাকার পূজো উপভোগ করেই চারটা দিন ধুমধামে কাটিয়ে দেন।

উত্তর গেইট এলাকায় দশমীর রাতে ভীড়ে আটকে গেল অ্যাম্বুলেন্স, অল্পতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। যানজটে দাঁড়িয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স। দশমীর রাতে আগরতলার উত্তর গেইট সংলগ্ন এলাকায় বেহাল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কারণে রাস্তার মাঝে আটকে পড়ে অ্যাম্বুলেন্স। অবশ্য কিছুক্ষন পর কর্তব্যরত ট্রাফিক অফিসার জেগে উঠলে স্বাভাবিক হয় যানজট। সার্বজনীন উৎসবে আনন্দটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই উৎসবের আনন্দ যাতে কারোর নিরানন্দে পরিণত না হয় তার জন্য দায়িত্বে রয়েছে পুলিশ প্রশাসন এবং ট্রাফিক দপ্তর। কিন্তু ষষ্ঠীর রাত থেকে শহরে নামে জনঢল। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে মানুষ রাজধানীতে পূজা দেখতে আসে। শহরে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ আগরতলার উত্তর গেইট সংলগ্ন এলাকাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু আচমকাই রোগী নিয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্স জিবিতে যাওয়ার পথে এখানে আটকে যায় যানজটে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্সটি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। এগিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। নেই কোনো ট্রাফিক। এক ট্রাফিক পুলিশ কর্মী এসে জ্যাম পরিষ্কার করেন। তখনই রোগীকে নিয়ে জিবিতে যাওয়ার পথ বের হয় অ্যাম্বুলেন্সের। আসলে বিষয়টা হলো ট্রাফিকের গাফিলতি নাকি ট্রাফিকের ডিউটি সে জায়গায় ছিল না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো সেই সময়ে অ্যাম্বুলেন্সে রোগীর কিছু হলে এর জন্য দায়ী থাকতো কে ? নাকি কিছু একটা ঘটে গেলে বরাবরের মতোই কাঁদতে হতো নীরবে - নিভৃতে। কিন্তু এদিন শহরে ব্যাপক যানজট পরিলক্ষিত হয়। নবমীর রাত ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি থাকায় মানুষ পূজা দেখতে বাড়ি থেকে বের হতে পারেনি। দশমীর দিন বিকাল থেকেই শহরে ভিড় বাড়তে শুরু করে। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই শহরে নো এন্ট্রি এড়িয়ে মানুষ পূজা দেখতে বের হয়। সর্বত্র ছিল বেসামাল।

বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে কলমচৌড়া মৎস্য ফার্মের উদ্যোগে স্বল্প মূল্যে মাছ বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ অক্টোবর।। শারদীয়া দূর্গা উৎসবের দিন গুলো ভালো কেটেছে কিন্তু পূজোর টানা পাঁচ দিন প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারে ছিল নিরামিষাশী। মা দূর্গা আবার কৈলাশে চলে যাবেন এই কথা শুনে সবারই মনে বিষাদের সুর মানেই প্রতিমা নিরঞ্জন।আর দশমীর দিনে সকল ভোজনরসিক বাঙালির ঘরে ঘরে মাছ,মাংস আয়োজন। দশমীর দিনে মাছ মাংসের বাজার গুলোতে প্রচন্ড ভীড় এবং আকাশ ছোঁয়া দাম.। তবেবিজয় দশমী বলে কথা, অনেক দরিদ্র অসহায় দুঃস্থ পরিবারের লোক আছেন অতিরিক্ত দাম দিয়ে মাছ ক্রয় করে দশমী দিন ভোজন করতে পারবেন না। তাদের কথায় চিন্তা করেই কলম চৌড়া মৎস্য উৎপাদন সংস্থা প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বছর ও দরিদ্রের হাতে স্বল্প মূল্যে মাছ তুলে দেন, যাতে ভাতের পাতে এক টুকরো মাছ পড়ে। বিজয় দশমীর দিন সকাল ছয়টা হইতে দশটা পযর্ন মাছ বিক্রি করা হয়। সুশৃঙ্খল ও সাড়ি বদ্ধ ভাবে কম দরে লাইনের মাধ্যমে ১৫০ দরে কাতল,মৃগেল, সিলভার,তেলাফোয়া ক্রয় করেন উ ত্তর,দক্ষিন কলম চৌড়া এলাকাবাসী।

এই দিনে মৎস্য উৎপাদন সংস্থার পক্ষ থেকে ১৬১ কেজি মাছ বিক্রি করেন অতি কম মূল্যে। প্রতি পরিবার পিছু এক কেজি করে,শুধু মাএ বিজয় দশমীর দিনে নয়, তাছাড়া পৌষ সংক্রান্তি এবং পহেলা বৈশাখ এই পরবের দিন গুলোতে মাছ দিয়ে থাকেন। দিপালী দাস, কৃষ্ণধন শীল,পরিমল সরকার,মাদব দাস,শীতল বর্মন, সুষমা সরকার, এবং শাহাজান মিয়া , মনিরুল ইসলাম,মজিদ মিয়া, কামাল মিয়া,বাসনা আক্তার, পারবেছ মোশাররফ আরো অনেকেই ফিসারীর মাছ স্বল্প মূল্যে পেয়ে খুবই উল্লাসিত ও আনন্দে ভরপুর। কিন্তু তাদের সকলেরই একটা দাবী এই বছর মাছ গুলো ছিল ছোট,তিন/চার টা এক কেজি।আগামী উৎসবের দিন গুলোতে যাতে করে বড় মাছ পেতে পারি তার ব্যবস্থা যাতে সরকার অবৈশ্য করে তার জন্য র্পথনা করছি। মোট ২৪৩১১/-- টাকা র মাছ বিক্রি করা হইয়াছে বলে সংবাদ মাধ্যমে জানিয়ে ছেন ফিসারী ইনচার্জ বিমল সাহা। আজকের মাছ সুষ্ঠুভাবে বিক্রিতে সহায়তা করেছেন উ ত্তর, এবং দক্ষিণ কলমচৌড়া গ্রাম প্রধান ,উপ প্রধান সঞ্জয় সরকার ,আবদুল হক, বিশিষ্ট সমাজ সেবক দীপক সাহা, রতন দাস অনিল দাস এবং এফ এফ ডির কর্মকর্তা গন।

জম্মু ও কাশ্মীর: অবন্তিপোরা থেকে গ্রেফতার হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদী

পুলওয়ামা, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা বাহিনী পুলওয়ামা জেলার অবন্তিপোরা থেকে এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত সন্ত্রাসবাদী হিজবুল মুজাহিদিন সংগঠনের সদস্য। সন্ত্রাসীর কাছ থেকে অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সন্ত্রাসীর নাম ড্যানিশ মহিদিন গণির ছেলে গোলাম মহিদিন গণি বাসিন্দা দাদসারা অবন্তিপুর। একটি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অবন্তিপোরা পুলিশ সেনাবাহিনীর ৪২ আরআর এবং সিআরপিএফের ১৩০ ব্যাটালিয়নের সাথে চন্দ্রিগামে যৌথ অভিযান চালিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসবাদীকে ধরে ফেলে। তার কাছ থেকে একটি পিস্তল ও একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের সক্রিয় সদস্য ছিল। তার বিরুদ্ধে অবন্তীপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৪৫ হাজার কার্যকর্তা-সমর্থকের উপস্থিতিতে ৮ অক্টোবর খানাপাড়া সমাবেশে নাড্ডা ও শাহ

গুয়াহাটি, ৬ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ৮ অক্টোবর ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশ কমিটি প্রস্তাবিত "কার্যকর্তা সম্মেলন" এবং বশিষ্ঠে নবনির্মিত দলের প্রদেশ দফতর 'পদ্ম' উদ্বোধনের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। হেঙেরাবাড়িতে প্রদেশ বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের সভাপতি ভবেশ কলিতা জানান, ৮ অক্টোবর অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং অন্যান্য জাতীয় নেতা, অসম সরকারের মন্ত্রী, দলের বিধায়ক, সাংসদ, রাজ্য এবং জেলা পদাধিকারীদের উপস্থিতিতে বিজেরিপ প্রদেশ দফতর 'পদ্ম'-এর শুভ উদ্বোধন করবেন ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ভবেশ বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির বেশ কয়েকজন সিনিয়র কার্যকর্তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে ওইদিন। কর্মসূচির পর খানাপাড়া ভেটেরিনারি কলেজ মাঠে "কার্যকর্তা সম্মেলন" হবে। এতে অসমের প্রায় ৪৫ হাজারের বেশি পদাধিকারী-কার্যকর্তা-সমর্থক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। প্রদেশ বিজেপির ৪০টি সাংগঠনিক জেলার বুথ সভাপতি, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ, মণ্ডল সভাপতি এবং জেলা পদাধিকারীরা এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন কলিতা। ভবেশ কলিতা রাজ্য বিজেপির উভয় সভাকে সফল করার জন্য মিডিয়ার পাশাপাশি জনসাধারণের সমর্থন চেয়েছেন। এদিকে, এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষিত রাজ্য কোর কমিটি, রাজ্য নির্বাচন কমিটি, রাজ্য আর্থিক কমিটির কথা তুলে ধরেন এবং কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানান প্রদেশ সভাপতি ভবেশ।

এদিকে, মাজুলির প্রতিভাবান গায়িকা তেজস্বিতা বরুয়ার আকস্মিক প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি বলেন, গুণী এই শিল্পীর মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি।

আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, সাধারণ সম্পাদক পল্লবলোচন দাস, সংবাদ বিভাগের আহ্বায়ক দেওয়ান ধ্রুবজ্যোতি মরল।

নেপালে যাত্রীবাহী বাস নদীতে পড়ে নিহত ১৬, আহত হয়েছেন আরও ২৪ জন

কাঠমান্ডু, ৬ অক্টোবর (হি.স.): নেপালের বারা জেলায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় ২৪ জন আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

নেপালের মধ্যেশ প্রদেশের নারায়ণঘাট থেকে বীরগঞ্জ যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহী বাস। পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়কের বারা জেলার জিতপুর সিমরার তিন নম্বর সেতুর কাছে বাসটি উল্টে নদীতে পড়ে যায়। বাসটি পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে চিৎকারের শব্দে ঘটনাস্থলেই চৌদ্দ জনের মৃত্যু হয়। আহত ২৬ জনকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যাদের মধ্যে দুজন মারা যান। মাকওয়ানপুর জেলার পুলিশ প্রধান বামদেব ক্ষেত্রী বলেছেন যে দুর্ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২৪ জন গুরুতর আহতদের কাছাকাছি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আহত অনেকের অবস্থা গুরুতর, তাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। দুর্ঘটনায় হতাহতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিজয়া দশমীতে মহিলাদের সিঁদুর খেলা। ছবি নিজস্ব।

ফটিকরায়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার শুকনো গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ফটিকরায়ের রাধানগর থানা এলাকায় আসাম রাইফেল এবং পুলিশের অভিযানে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৯৪ কিলোগ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে দুই গাঁজা কারবারিকে। ধৃতদের পেঁচারথল থানাধীন পূর্বজয়পাড়া দক্ষিণধনিছড়ার ধর্মজয় রিয়াং (৩৪) এবং মুলাবাজার এলাকার নবকুমার চাকমা (৩৮) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার পেঁচারথল থানার ওসি সুমন আচার্য জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাধানগরে অবস্থিত ২৯ নম্বর আসাম রাইফেলস-এর জওয়ান এবং পুলিশের যৌথ দল মাছমারা ধনিছড়া এলাকার একটি বাড়িতে তালাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে ১৪টি প্যাকেটে মোট ২০৪ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে।

ওসি জানান, বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলির বাজারমূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা হবে। ধৃত দুই মাদক কারবারির বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করেছে পেঁচারথল পুলিশ। এদিনের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ২৯ আসাম রাইফেলস-এর ডিউটি অফিসার, কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল দেববর্মা, টিএসআর জওয়ান এবং তিনি নিজে। তিনি বলেন, পঞ্চাশের উপর ক্লাব মায়ের গমনে অংশ নেবে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিজেদের থিম নিয়ে এই রেলীতে অংশ নেবে। কার্নিভ্যাল উপলক্ষ্যে বহু মানুষের সমাগম ঘটবে। তাতে সিটি সেন্টারের সামনে সকলকে জায়গা দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। এই উদ্যোগ যাতে সুশৃঙ্খল ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বামুটিয়ায় হাতেনাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত তালতলা ইসকন বিদ্যালয় থেকে কাজের সামগ্রী চুরি যাচ্ছে বেশ কয়েকদিন যাবত। অবশেষে চোরকে আটক করা হয় তেবাড়িয়া সবুজ সংঘ এলাকায়। তেবাড়িয়া এলাকার বাসিন্দা অসীম দাস নামে এক রাজমিস্ত্রি তালতলা ইসকন বিদ্যালয়ে কাজ করছেন। তার সামগ্রী চুরি হওয়ায় তিনি চোর ধরার অপেক্ষায় ছিলেন। তারই মধ্যে সোমবার বিদ্যালয় বন্ধ থাকার সময় জিনিস চুরি হয়। মঙ্গলবার টুটন বিশ্বাস নামে সেই চোরকে আটক করতে সক্ষম হন তেবাড়িয়া সবুজ সংঘ এলাকায়। তার বাড়ি উত্তর লক্ষ্মিলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডে। পরে মালিককে চুরি যাওয়া সামগ্রী ফেরত দেওয়ার আশ্বাসে থানা পর্যন্ত মামলা গড়ায়নি।

দুর্গা মন্ডপে মোমের আগুনে দগ্ধ হলেন এক গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। চারিপাড়া এলাকায় বিজয়া দশমী উপলক্ষে এলাকার সুস্মিতা সরকার নামে ২৪ বছরের এক গৃহবধ দুর্গা মায়ের আশীর্বাদ নিতে মন্ডপে যান। এরই মধ্যে মোম চালাতে গিয়ে গায়ে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। পরিবারের লোকজনরা তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসার জন্য বর্তমানে ওই গৃহবধূ জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শারদোৎসবে বস্ত্র বিতরণ সমাজসেবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। শারদ উৎসব উপলক্ষে গরিব মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন কদমতলার বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রতিভা নাথ। গরীব দুঃস্থদের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন সমাজসেবীকা প্রতিভা নাথ। স্থানীয় কদমতলা বয়েজ ক্লাব প্রাঙ্গণে চুরাইবাড়ি,পূর্ব ফুলবাড়ি,বাঘন কদমতলা ও সরসপুর সহ বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েতের প্রায় ৬০ জন দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী রাজা ধর, কদমতলা থানার ও সি সুশান্ত দেব ও অন্যান্য সমাজসেবীরা। বয়স্কদের হাতে বস্ত্র তুলে দিয়ে সমাজসেবী প্রতিভা নাথ জানান,প্রতিবছরই তিনি এভাবে বস্ত্র বিতরণসহ অন্যান্য সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে নিয়োজিত থাকতে চান। আগামী দিনেও আরও বৃহৎ কাজে এগিয়ে আসতেও অন্যান্যদের কাছে আহ্বান জানান তিনি।

সৌদি আরবে রাজ্যের যুবকের যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ অক্টোবর।।আবারো যান দুর্ঘটনায় সৌদি আরবে মৃত্যু ত্রিপুরার যুবক।ছেলের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে কাতর আবেদন সন্তানহারা মা-বাবা সহ গোটা পরিবার।ঘটনার বিবরনে জানা যায়,কলমচৌড়া থানাধীন রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ শাহ জাহানের বড় ছেলে সাইদুল ইসলাম(২৭) আট বছর ধরে কর্মসূত্রে সৌদি আরবে আল খারিজ আলজেরিয়া কোম্পানিতে কাজ করতেন। গতকাল অর্থাৎ বুধবার রাত ৬ টা ৩০ মিনিটের সময় বাড়িতে খবর আসে যে সাইদুল ইসলাম যান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে।এই খবর শুনে পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েন।এদিকে তার মায়ের দাবী সাইদুল ইসলাম কে পূর্ব শত্রুতার জেরে গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে খুন করা হয়েছে।পরিবারের পক্ষ থেকে সিপাহীজলা জেলা শাসকের কাছে হাত জোড় করে আকুল আবেদন জানিয়েছে সন্তান হারা বাবা মা। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ আলম বিদেশে মৃত যুবকদের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছুটে যায়। তাকে পেয়ে পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং তাদের পুত্রকে অতিসত্বর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কাতর আবেদন করেন। ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন আমি ইতিমধ্যেই মৃতদেহ বাড়িতে আনার জন্য সরকারি ভাবে যতটুকু সহযোগিতা করার করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরিবারের লোকজন দাবি করেন যে,যে কোনভাবেই যেন সৌদি আরব থেকে সাইদুল ইসলাম এর মৃতদেহ রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয়।এখন দেখার বিষয় কবে নাগাদ রাজ্যে এসে পৌঁছায় সাইদুলের মৃতদেহ।কিছুদিন পূর্বে একই গ্রাম রহিমপুরের এক যুবক কুয়েতে মারা গিয়েছিল।সরকারের সহযোগিতায় তাকে বাড়িতে আনা হয়েছিল।এখন সাইদুলের মা-বাবা পথ চেয়ে বসে আছে কবে আসবে তাদের সন্তানের মৃতদেহ।

শ্লীলতাহানি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতার এক, পলাতক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৬ অক্টোবর।। স্কুটি নিয়ে ছেলে বন্ধুর সাথে বেড়াতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের দ্বারা শ্লীলতাহানি ও ছিনতাইয়ের শিকার বছর পঁচিশের এক যুবতী। ছিনতাই করা হয় স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ।শ্লীলতাহানির পাশাপাশি জোরপূর্বক চেষ্টা চালানো হয় ধর্ষণের। তবে বরাত জোরে অল্পেতে রক্ষা পেলো যুবতী সহ তার এক ছেলে বন্ধু। ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন ভাগ্যপুর দাস পাড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণ দিয়ে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা জানান,বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ বছর পঁচিশের এক যুবতী তার ছেলে বন্ধুর সাথে স্কুটি করে ভাগ্যপুর দাস পাড়া এলাকার নির্জন স্থান দিয়ে যাবার পথে অপরিচিত হিন্দি ভাষী দুই যুবক তাদের পথ আটকায়। তারপর তাদের সাথে কুরুচিপূর্ণ কথা বার্তা শুরু করে। এমনকি তাদের মারধর করে যুবতীর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন, হাতের আংটি ছিনতাই করে নেয়। সাথে থাকা ছেলে বন্ধুর মানিব্যাগ সহ অন্যান্য জিনিসপত্রও নিয়ে যায় ঐ দুই দুষ্কৃতি বলে অভিযোগ।এক সময় ঐ যুবতীকে জোর পূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।অবশেষে কোন মতে প্রাণে বেঁচে দুই বন্ধু মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়। মহিলা থানার পুলিশ রাতেই দুষ্কৃতীদের ধরতে অভিযানে নামে,তবে কাউকে আটক করতে পারেনি।যুবতীর বয়ান অনুযায়ী পুলিশ ভারতীয় দণ্ড বিধির ধারায় একটি মামলা গ্রহণ করে যার নম্বর ৩৯/২০২২ ধর্মনগর মহিলা থানা। অবশ্য শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রাক মুহূর্তে এমন চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। অবশেষে পয়লা আগষ্ট শনিবার রাতে ধর্মনগর ভাগ্যপুর এলাকা থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ধৃতের পরিচয় প্রকাশ করেনি। রবিবার তাকে পুলিশি রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়। পাশাপাশি অপর অভিযুক্তকে জালে তুলতে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।